Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## দান-সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Anika Akter

রোলঃ 216020415228


২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## দান-সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Anika Akter

রোলঃ 216020415228

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দান-সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Anika Akter, আইডিঃ 216020415228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দান-সদকার গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

**Anika Akter**

আইডিঃ 216020415228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

## সূচিপত্র


ভূমিকা ........................................ 7

দান-সদকার পরিচয় ও প্রকার ........................................ 8

যাকাত বা ওশর প্রসঙ্গ ........................................ 9

নফল সদকা প্রসঙ্গ ........................................ 13

দান-সদকার আদব সমূহ ........................................ 15

দানশীলতা ও কার্পণ্য ........................................ 21

সম্পদ নিয়ে বড় জিজ্ঞাসা ........................................ 22

সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের মাঝে দানের প্রতিযোগিতা ........................................ 24

মহানবী সাঃ এর দানের হৃদয়স্পর্শী ঘটনা ........................................ 26

- প্রিয় চাদর দান ........................................ 27
- দ্রুততর সময়ে সম্পদ বিতরণ ........................................ 28
- সম্পদ জমা না রেখে দ্রুত বিতরণ ........................................ 28
- রমজানে অকাতরে দান ........................................ 29

দানশীলদের কতিপয় ঘটনা ........................................ 30

- হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দানশীলতা ........................................ 30
- হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর দানশীলতা ........................................ 30
- হযরত মুয়াবিয়া ( রাঃ) এর দানশীলতা ........................................ 30
- ইমাম ওয়াকেদী ও খলীফা মামুনুর রশীদের দানশীলতা ........................................ 31
- ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাঃ) -এর জনৈকা বৃদ্ধা মহিলাকে দানশীলতা ........................................ 32
- ইমাম মালেক (রহঃ)-এর দানশীলতা ........................................ 33
- ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর দানশীলতা ........................................ 33
- হযরত উছমান (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ)-এর দানশীলতা ........................................ 35

সদাকার ১০টি ফায়দা ........................................ 36

সদকার বিস্ময়কর প্রভাব ........................................................................ 38
মহিলাদের সদকার আদেশ........................................................................ 41
হাদিসের আলোকে সেরা দান ........................................................................ 45
দানে ধন বাড়ে ........................................................................ 53
উপসংহার ........................................................................ 57

# ভূমিকা

প্রশংসা শুধুই আল্লাহ তা'আলার তাঁর কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। কুপ্রবৃত্তি এবং মন্দ কর্মের অকল্যাণ থেকে আমরা পানাহ চাই আল্লাহর কাছেই। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর যাকে তিনি পথ দেখান না কেউ তাকে পথ দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। নেই তাঁর কোন অংশীদার। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল।

পার্থিব জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ মানুষকে ধন-সম্পদ দান করেছেন। মূলতঃ সম্পদের মালিক আল্লাহ। মানুষ কেবল এসবের ব্যবহারকারী। তাই আল্লাহ কাউকে সম্পদ দিয়ে আবার কাউকে না দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেন, প্রকৃতপক্ষে সেই সম্পদে অসহায় ও নিঃস্বদের হক বিদ্যমান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলেন,

وَ فِیۡۤ اَمۡوَالِہِمۡ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الۡمَحۡرُوۡمِ

“নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদে নিঃস্ব ও অসহায়দের অধিকার রয়েছে।"

-সূরা আয্যারিয়াতঃ ১৯

অর্থাৎ আমরা যা দান করি, কোরআনের দৃষ্টিতে তা দয়া নয়; বরং তা অসহায়দের অধিকার বা হাক্কুল ইবাদ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘সৃষ্টির সেবায় যা দান করবে, তাই তোমার সম্পদ, তোমার পরিত্রাণের উপায়। আর যা জমিয়ে রেখে যাবে, তা তোমার নয়; তোমার উত্তরাধিকারীর ভোগে ব্যবহৃত হবে।’

এ দান-সদকা কেবল একটি গুরুত্বপুর্ণ ইবাদত-বিষয়টি এমনই নয়। বরং পবিত্র কুরআনুল কারীমে খাঁটি ও যথার্থ মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান রাব্বুল আলামিন এ দান-সদকার কথাও বলেছেন।

সদকা এমনই এক ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল হয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

‘তোমরা একটি খেজুরের টুকরা দান করে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো’।

-তিরমিযী হা/২৯৫৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৮১৪৭

প্রকৃতপক্ষে হাক্কুল ইবাদ বা মানবতার সেবাই স্রষ্টাকে পাওয়ার সহজ ও প্রশস্ত পথ।তাই ইসলামের অন্যান্য আমলের মতো এই আমলে পালনে ও রয়েছে কিছু নির্দেশনা ও নীতিমালা।আর এই নির্দেশনা মোতাবেক দান করলেই কেবল আমরা পরকালে এর প্রতিদান বহুগুণে নিজের সামনে পাবো ইন শা আল্লাহ।

## দান-সদকার পরিচয় ও প্রকার

صدقة - সদাকাতুন, আরবি শব্দ। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে- দান। আর এ দান প্রধানত: দুই প্রকার,

**এক.**ওয়াজিব যা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। যেমন,

(ক) নিসাবের মালিক (শরী'আত নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের মালিক) হলে প্রতি বছর অর্থের যাকাত ও শস্যাদির ওশর প্রদান করা।

এ শ্রেণীর দানগুলো সাধারণতঃ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই প্রদান করতে হয়। যথা সঞ্চিত অর্থের উপর যখন এক বছর পূর্ণ হবে তখন তাতে যাকাত ফরয হবে এবং তা থেকে নির্ধারিত হারে যাকাত দিতে হবে। আর উৎপাদিত শস্যাদি মাড়াই শেষে যখন ঘরে উঠবে, তখন তা থেকে ওশর বের করতে হবে। উল্লেখ্য, শস্যাদির ক্ষেত্রে বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। তাই এ ওশর প্রদান শস্য মাড়াই করার সংখ্যা ভেদে বছরে একাধিকবারও হতে পারে। যেমন ইরি ধানের মৌসুম শেষে যদি আমন ধানও নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তা থেকেও একই বছরে পুনরায় ওশর দেয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে ইরি ধানের ওশর দেয়া হয়েছে বলে আমনের ওশর দেয়া থেকে বিরত থাকা চলবে না। অন্যথায় ওশর অনাদায়ের শাস্তি বরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। লক্ষণীয় যে এ জাতীয় বাধ্যতামূলক দান, সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য নয়। কেবল বিত্তশালী ও ধনীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(খ) সামর্থ্য থাকলে ইমামদের কারো কারো মতে প্রতি বছর কুরবানী করা।

(গ) রমযানে সাওম পালন শেষে ফিতরা প্রদান করা।

(ঘ) নযর বা মানত পূর্ণ করা।

শেষোক্ত দুই প্রকার দান কেবলমাত্র বিত্তশালীই নয় বরং ধনী দরিদ্র সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য এবং এগুলোও পূর্বোক্ত দানের ন্যায় একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান করতে হয়। ফিতরা ঈদুল ফিতরের সালাতের পূর্বে এবং মানত তার সময়সীমার মধ্যেই পূর্ণ করা জরুরি। অন্যথায় তা যথাযথভাবে আদায় বলে গণ্য হবে না। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

**দুই.** নফল সদকা যা বাধ্যতামূলক নয় তবে অনেক সাওয়াবের কাজ। এ দ্বিতীয় প্রকারের দান নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৎপথে ব্যয় করা। যেমন: মসজিদ, মাদরাসা, গরীব, এতীম, কাঙ্গাল, ভিক্ষুকদের মাঝে সাধ্যমত দান করা; এছাড়াও আত্মীয়, অনাত্মীয়, মুসাফির, বিপন্ন ও ঋণগ্রস্তকে সাহায্য করা ইত্যাদি। এ জাতীয় দানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দানের ন্যায় সময়ের কোনো বাধ্যবধকতা নেই। স্থান, কাল, পাত্র ও প্রয়োজনভেদে কম বেশি করা যেতে পারে। দানের রকমও পরিবর্তন হতে পারে। মোটকথা

অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার দানকারীর থাকে। তাছাড়া দিবারাত্রির যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে এ দান করার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং দাতা তার ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে কোনো সময় নেক পথে দান করে উপকৃত হতে পারেন।

# যাকাত বা ওশর প্রসঙ্গ

زكاة (যাকাত)- এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি ও পবিত্রতা।

শরী'আতের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী নিজ সম্পদের একটা নির্ধারিত অংশ গরীব প্রাপকদের মাঝে বন্টন করা এবং তার লাভালাভ হতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা।

عُشر (ওশর)- এর অর্থ হচ্ছে, উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ বণ্টন করা। অর্থাৎ বৃষ্টির পানিতে ও বিনা সিঞ্চনে উৎপাদিত শস্যের দশ ভাগের এক ভাগ বা বিশ মণে দুই মণ, আর সিঞ্চনের মাধ্যমে উৎপাদিত হলে বিশ মণে এক মণ বর্ণিত নিয়মানুসারে বন্টন করে দেয়া।

উল্লেখ্য যে, হিজরী ২য় সনে সাওম ফরয হওয়ার পূর্বে মদিনায় যাকাত বিস্তারিত বিবরণসহ ফরয হয়।

বলাবাহুল্য, যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মাল বৃদ্ধি পায় ও পবিত্র হয়। পাশাপাশি কৃপণতার কলুষ-কালিমা হতে যাকাতদাতা পবিত্রতা লাভে ধন্য হয়। বস্তুত: যাকাত হচ্ছে ইসলামের ৩য় স্তম্ভ।

যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خمين: شَهَادَةِ أَنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَقِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। এক. আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর রাসূল এ সাক্ষ্য দেয়া। দুই, সালাত কায়েম করা। তিন, যাকাত প্রদান করা। চার, হজ সম্পাদন করা। পাঁচ, রমযানের সাওম পালন করা।

-সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮

লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত হাদীসে যাকাতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩য় স্তম্ভ বলে ঘোষণা করেছেন। তাই যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এর উপকারিতা বর্ণনা করে শেষ করার মত নয়। প্রায় জায়গাতেই সালাতের পাশাপাশি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়ে সালাতের মতই গুরুত্বারোপ করেছেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সালাত কায়েম করা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। আর যাকাত আদায় করা কেবল ধনীদের জন্য ফরয। এছাড়া সালাতের হুকুম দৈনিক পাঁচবার পালনীয়। আর যাকাত প্রতি বছর মাত্র একবার আদায় করা কর্তব্য। বস্তুত: সালাত হচ্ছে ইবাদতে বদনি বা শারীরিক ইবাদত, যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। আর যাকাত হচ্ছে,

ইবাদতে মালী বা আর্থিক ইবাদত। যা সাধারণতঃ অর্থ ও সম্পদ ব্যয় ও দানের মাধ্যমে আদায় করতে হয়।

যাকাত প্রদানের নির্দেশ অবশ্য প্রতিপালনীয় হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনুল কারিমে অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। বিশেষতঃ সালাতের নির্দেশের পরপরই যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই যাকাতের গুরুত্বকে কোনোক্রমেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক দানসমূহের মধ্যে যাকাতই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাপকদের অভাব পূরণে প্রধানতম সহায়ক দান। তাই এখানে যাকাতের গুরুত্ব ও ফযিলত এবং যাকাত আদায় না করার পরিণতি সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা হলো:

সালাতের পাশাপাশি যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ وَاٰتُوا الزَّكَوةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) ) [البقرة١١٠ :

"আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। এবং নিজেদের জন্য তোমরা যে সৎকর্ম অগ্রে প্রেরণ করবে তাই তোমরা আল্লাহর নিকট পাবে"।

-সূরা আল-বাকারাঃ ১১০

যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"তুমি তাদের সম্পদ হতে সাদাকাহ অর্থাৎ যাকাত গ্রহণ কর। যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে"।

-সূরা আততাওবাঃ ১০৩

যাকাত ও ওশর গ্রহণ এবং উত্তম বস্তু ব্যয়ের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِئَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنى حميد

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে এবং আমরা যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না, কেননা তা তোমরা কখনো গ্রহণ করবে না, তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত"।

-সূরা আল-বাকারাঃ ২৬৭

যাকাত ফরয হওয়া সম্বন্ধে হাদীসে পাওয়া যায় যে, আবু বকর (রাঃ) যখন আনাস ইবন মালিক (রাঃ) কে বাহরাইন-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে) পাঠান তখন তার জন্য এ চিঠিটি লিখেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِه

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা ফরয সদকা বা যাকাত যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলিমদের প্রতি ফরয করে দিয়েছেন এবং যার নির্দেশ আল্লাহ তার রাসূলকে দিয়েছেন। যে কোনো মুসলমানের নিকট এটা নির্দিষ্ট নিয়মে চাওয়া হবে, সে যেন তা দিয়ে দেয়। আর যার নিকট এর অধিক চাওয়া হবে সে যেন না দেয়"।

-সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৫৪

একই বিষয়ে অপর এক হাদীসে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায বিন জাবালকে (রাঃ) ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় বললেন,

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب.ٌ

"তুমি আহলে কিতাবদের নিকট যাচ্ছ। প্রথমে তাদেরকে এ সাক্ষ্য দিতে আহবান জানাবে- আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। অতঃপর তারা যদি এটাও মেনে নেয়, তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সদকা বা যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে সাবধান! যাকাত গ্রহণের সময় তুমি বেছে বেছে তাদের শুধু উত্তম জিনিসসমূহ নিবে না। আর বেঁচে থাকবে মাযলুমের বদ দুআ হতে। কেননা মাযলুমের বদ দুআ এবং আল্লাহর মধ্যে কোনো আড়াল নেই।

-সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৯৬

বাধ্যতামূলক দানসমূহের মধ্যে যাকাত বা ওশর প্রদানের হুকুম যে অবশ্য পালনীয়, তার প্রমাণে আল্লাহর পবিত্র কালাম আল কুরআনুল মাজিদের পাশাপাশি উপরের দুটি হাদীসও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। যাতে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে যাকাতের ফরযিয়াত বিবৃত হয়েছে। ফলে যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

## নফল সদকা প্রসঙ্গ

যা বাধ্যতামূলক যাকাত ও ওয়াজিব সদকা ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশে প্রদান করা হয়।

এ সংজ্ঞার দ্বারা সদকার বলয় থেকে হাদিয়া ও উপঢৌকন বের হয়ে যাচ্ছে, যা মিল-মহব্বত ধরে রাখা ও বাড়ানোর উদ্দেশে একে অপরকে দিয়ে থাকে। এটা সদকার অন্তর্ভুক্ত নয় যার সাথে কিছু শরয়ী বিধিমালার সম্পর্ক রয়েছে।

**নফল সদকার হুকুম**

নফল সদকা সবসময় দেয়া উত্তম। বিশেষ করে যখন প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সুন্নতে রাসূলে অনেক উৎসাহবেঞ্জক বাণী এসেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ

কে আছে, যে আল্লহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন?

-সূরা আল বাকারা:২৪৫

আবু হুরায়রা বাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকা করে - আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করেন না - আল্লাহ তাআলা তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন এরপর তিনি তা লালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন করে, এমনকি একসময় সে সদকা পাহাড়তুল্য হয়ে যায়।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি গোপনে সদকা দেয় তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই সাত জনের মধ্যে হিসাব করেছেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তার ছায়ায় ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্যকোনো ছায়া থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'এবং এমন ব্যক্তি যে সদকা করল, অতঃপর তা গোপন করল, এমনকি তার বাম হাত জানল না, তার ডান হাত কি দান করছে।'

(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

কাআব ইবনে উজরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সদকা পাপ নিভিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুন নেভায়।'(বর্ণনায় তিরমিযী)

**নফল সদকার আদব**

ক.আল্লাহর জন্য ইখলাস ঐকান্তিকতা। তাই সদকা দেয়া হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে, যাতে থাকবে না কোনো রিয়া ও সুনাম অর্জনের ইচ্ছা।

খ.সদকাগ্রহীতাকে খোঁটা ও কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, ইরশাদ হয়েছে:

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ

হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদকা বাতিল করো না। -সূরা আল বাকারা:২৬৪

গ.যে সকল আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করতে হয় না, সে সকল আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা অভাবী, তাদেরকে সদকা দেয়া একজন মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব, যেমন চাচা, মামা, স্ত্রী কর্তৃক দরিদ্র স্বামীকে সদকা প্রদান ইত্যাদি। অন্যদেরকে সদকা দেয়ার চেয়ে এদেরকে সদকা দেয়া উত্তম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَتِيمًا ذَا مَقۡرَبَةٍ

“ইয়াতীম আত্মীয়স্বজনকে”

-সূরা আল বালাদ:১৫

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘নিশ্চয় মিসকীনকে সদকাদান একটি সদকা, আর আত্মীয়কে দানে রয়েছে দুটি: সদকা ও আত্মীয়তা-বন্ধন রক্ষা।

ঘ.সদকার জন্য সম্পদের হালাল ও ভালো অংশ এবং ব্যক্তির কাছে যা প্রিয় তা বেছে নেয়া। ইরশাদ হয়েছে :

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ

তোমরা কখনো ছাওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস।

-সূরা আলে ইমরান:৯২

ঙ.সংগোপনে সদকা প্রদান করা; কেননা এ প্রক্রিয়া ইখলাসের নিকটতম এবং রিয়া ও সুনাম কুড়ানো থেকে দূরতম। উপরন্তু তা দরিদ্র ব্যক্তিকে সম্মান করার ক্ষেত্রেও একটি উত্তম পন্থা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِن تُبۡدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۖ وَإِن تُخۡفُوهَا وَتُؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ

তোমরা যদি সদাকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম

-সূরা আল বাকারা:২৭১

যদি সদকা প্রকাশ করায় কোনো দীনী স্বার্থ থাকে, যেমন অন্যদেরকে উৎসাহিত করা, তাহলে প্রকাশ্যে সদকা করাই উত্তম। তবে এ ব্যাপারে নিজের নিয়তের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে এবং নিয়ত যাতে কলুষমুক্ত থাকে সে ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।

চ.সামর্থ্যানুযায়ী সদকা করা, হোক তা সামান্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা খেজুরের একাংশ দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচো।’(বর্ণনায় বুখারী)

## দান-সদকার আদব সমূহ

দান-সদকাসহ অন্যান্য নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত ও আদব রয়েছে। যেগুলো পালন না করা হলে ছওয়াব পাওয়া যায় না। এমনকি কিছু আদব এমন রয়েছে, যেগুলো পালন করা না হলে আমল বাতিল হয়ে যেতে পারে। এসব আদবের মধ্যে কিছু পালনীয় ও কিছু বর্জনীয়। নিম্নে আদব বা শিষ্টাচার সমূহ আলোচনা করা হ'ল।-

**ক. পালনীয় আদব সমূহ :**

**১. দান হালাল দ্রব্য থেকে হওয়া :**

যেসব বস্তু দান করা হবে তা হালাল হতে হবে। কেননা আল্লাহ হালাল ও পবিত্র বস্ত্ত ব্যতীত গ্রহণ করেন না। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং যা আমরা তোমাদের জন্য জমিতে উৎপন্ন করি, সেখান থেকে পবিত্র বস্ত্ত ব্যয় কর'

-বাক্বারাহ ২/২৬৭।

সুতরাং হারাম বস্ত্ত দান করলে তা কবুল হয় না। রাসূল (সাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

-মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।

তিনি আরো বলেন,

مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَأْثَمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمًا، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، جُمِعَ ذَلِكَ جَمِيعًا، ثُمَّ قُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ

'যে ব্যক্তি পাপের মাধ্যমে কোন সম্পদ লাভ করল, অতঃপর তা দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করল কিংবা তা দান করল অথবা তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করল। আল্লাহ তা একত্রিত করে জাহান্নামে ছুড়ে মারবেন'।

-ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭২১।

সাদকা যেমন উত্তম মাল দ্বারা হতে হবে তেমনি তা যেন পাপাচারের সহায়তায় ব্যয়িত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

**২. উত্তম মাল সদকা করা :**

উত্তম সম্পদ সদকা করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা প্রিয় বস্তু সদকা না করলে ছওয়াব পাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

'তোমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু

থেকে দান করবে’

-আলে ইমরান ৩/৯২।

তিনি আরো বলেন,

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

‘আর সেখান থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না, যা তোমরা নিজেরা গ্রহণ কর না চোখ বন্ধ করা ব্যতীত। জেনে রেখ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও চির প্রশংসিত’ -বাক্বারাহ ২/২৬৭।

হাদীছে এসেছে, আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন,

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنَّا قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِى ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا. وَقَالَ إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে আমাদের নিকটে প্রবেশ করলেন, তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। মসজিদে আমাদের এক ব্যক্তি নিকৃষ্ট মানের এক গুচ্ছ খেজুর ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি ঐ খেজুর গুচ্ছে লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলেন, এর ছাদাকাক্বারী ইচ্ছে করলে এর চাইতে উত্তমটি ছাদাক্বা করতে পারত। তিনি আরো বলেন, ‘এর ছাদাকাক্বারীকে ক্বিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট ফল খেতে হবে’।

-আবূ দাউদ হা/১৬০৮; নাসাঈ হা/২৪৯২, ‘যাকাত’ অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/১৮২১ ‘যাকাত’ অধ্যায়, সনদ হাসান।

**৩. সদকা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য হওয়া :**

অন্যান্য নেক আমলের ন্যায় ছাদাক্বাও কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদান করা যরূরী। অন্যথা তা কবুল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ‘কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে’।

-বুখারী হা/১; মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/১।

অন্যত্র এসেছে, সা‘দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ

‘তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যা-ই ব্যয় কর না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান নিশ্চিতরূপে প্রদান করা হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও’।

-বুখারী হা/৫৬; আবু দাউদ হা/২৮৬৪; মিশকাত হা/৩০৭১।

**৪. গোপনে সদকা করা :**

প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় অবস্থায় দান করা যায়। তবে গোপনে দান করা উত্তম। কেননা এতে লৌকিকতা ও প্রদর্শনেচ্ছা থাকে না। তবে প্রকাশ্যে দান করা অধিক কল্যাণকর হ’লে প্রকাশ্যেই দান করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ

'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা কতই না উত্তম! আর যদি তা গোপনে কর ও অভাবীদের প্রদান কর, তবে তোমাদের জন্য তা আরও উত্তম। এবং (এর দ্বারা) তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করে দিবেন। আর তোমরা (গোপনে) যা কিছু কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন'

-বাক্বারাহ ২/২৭১।

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ফরয হৌক, নফল হৌক যেকোন ছাদাক্বা গোপনে প্রদান করা উত্তম হওয়ার ব্যাপারে অত্র আয়াতে দলীল রয়েছে। কেননা তাতে লোক দেখানো বা লোককে শুনানোর কিছু থাকে না। তবে অন্যেরা অনুসরণ করুক, এরূপ কোন কল্যাণ ইচ্ছা থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম হবে। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে যে সাত শ্রেণীর মুমিন আশ্রয় পাবে, তাদের অন্যতম হ'ল- 'ঐ ব্যক্তি, যে এমনভাবে গোপনে ছাদাক্বা করে যে তার ডান হাত কি খরচ করে বাম হাত তা জানতে পারে না'।

-বুখারী হা/৯১; বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ।

**৫. খুশিমনে সদকা করা :**

স্বতস্ফূর্তভাবে ছাদাক্বা করা উচিত। গোমড়া মুখ করে দান করা উচিত নয়। রাসূল (সাঃ) বলেন,

لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

'কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়'।

-মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৯১০।

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ تَبَسَّمَكَ فِيْ وَجْهِ أَخِيْكَ يُكْتَبُ لَكَ بِهِ صَدَقَةٌ

'নিশ্চয়ই তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করায় তোমার জন্য ছাদাক্বার ছওয়াব লেখা হয়'।

-ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৮৬।

**৬. প্রকৃত হকদারকে সদকা করা :**

যথাযথ হকদার বা প্রাপককে দান করা উচিত। এতে অধিক ছওয়াব পাওয়া যায় এবং প্রাপক ঐ সদকার মাধ্যমে উপকৃত হয়। রাসূল (সাঃ) বলেন,

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِىَ عَلَى ذِى الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

'(অনাত্মীয়) গরীব-মিসকীনকে দান করলে তা সদকা (দানের ছওয়াব পাওয়া যায়)। আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করলে দ্বিগুণ (দানের ছওয়াব এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার ছওয়াব) হয়।

-ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৪; নাসাঈ হা/২৫৮২; মিশকাত হা/১৯৩৯; ইরওয়া হা/৮৮৩।

**৭. সাধ্যমত দ্রুত দান করা :**

দান-ছাদাক্বা করার ইচ্ছা করলে দ্রুত তা করা উচিত। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ

'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কোন সদকার ছওয়াব বেশী পাওয়া যায়? তিনি বললেন, সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় তোমার ছাদাক্বাহ করা যখন তুমি দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে ও ধনী হওয়ার আশা রাখবে। ছাদাক্বাহ করতে এ পর্যন্ত বিলম্ব করবে না যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু, অথচ তা অমুকের জন্য হয়ে গেছে'।

-বুখারী হা/১৪১৯; মুসলিম হা/১০৩২; মিশকাত হা/১৮৬৭।

**খ. বর্জনীয় আদব সমূহ :**

**১. অধিক লাভের আশায় সদকা না করা :**

দান করতে হবে নিঃশর্তভাবে। দান করে তার বিনিময়ে অধিক লাভের আশা করা সমীচীন নয়। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ '(দুনিয়ায়) অধিক পাওয়ার আশায় কাউকে দান করবেন না' *(মুদ্দাচ্ছির ৭৪/৬)*। দানের বিনিময়ে দুনিয়াতে কিছু পাওয়ার আশায় দান করা যাবে না।

**২. খোঁটা দেওয়া থেকে বিরত থাকা :**

অনেকে দান করে খোঁটা দিয়ে থাকে, এতে তার দানের ছওয়াব বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ

রাসূল (সাঃ) বলেন

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِى لاَ يُعْطِى شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَه

'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না। যে লোক কোন কিছু দান করে খোঁটা দেয়, যে লোক মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে এবং যে ব্যক্তি পায়ের গিটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে'।

-মুসলিম হা/১০৬; নাসাঈ হা/৫৩৩৩।

‘হে বিশ্বাসীগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানগুলিকে বিনষ্ট কর না। সেই ব্যক্তির মত, যে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য এবং সে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না। ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ প্রস্তরখন্ডের মত, যার উপরে কিছু মাটি জমে ছিল। অতঃপর সেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হ’ল ও তাকে পরিষ্কার করে রেখে গেল। এভাবে তারা যা কিছু উপার্জন করে, সেখান থেকে কোনই সুফল তারা পায় না। বস্ত্ততঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’

-বাক্বারাহ ২/২৬৪

পরিশেষে, দান-সদকার ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলা জরূরী। এর মাধ্যমে দাতা ইহকালে যেমন সুফল পাবে, তেমনি পরকালীন জীবনে অশেষ ছওয়াব লাভ করবে। আর গ্রহীতা এর দান গ্রহণ করে সচ্ছল জীবন যাপন করতে পারবে। ফলে সে দাতার জন্য কল্যাণের দো‘আ করবে। তাই দান-ছাদাক্বার আদব সকলকে মেনে চলা উচিত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

# দানশীলতা ও কার্পণ্য

(السَّجاء) 'দানশীলতা' ও (الْبُخْل) 'কার্পণ্য দুটোর বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। দানশীলতার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে (সা) বা নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া। মূলত নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যকে দিয়ে দেওয়ার নামই (الْإِيثَار) । আর নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস মুখাপেক্ষী কিংবা অমুখাপেক্ষীকে দিয়ে দেওয়াকে (السَّجاء) বলা হয়। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও যেমনই অন্যের প্রতি দানশীলতা প্রদর্শন করা (ত্রা) তথা দানশীলতার সর্বোচ্চ স্তর, তেমনই নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করা (النخل) তথা কার্পণ্যের সর্বোচ্চ স্তর। এমন অনেক কৃপণ আছে, অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসা করায় না। ভালো কিছু ক্রয় করতে মন চাইলেও কৃপণতার কারণে তা আর হয়ে ওঠে না। তবে ফ্রি পেলে তা হাতছাড়া করে না।

একজন নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও খরচ করে না। আরেকজন নিজে যতই মুখাপেক্ষী হোক, তবুও নিজের প্রয়োজনের ওপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়। এবার তুমিই চিন্তা করো, দুজনের মধ্যে কতখানি পার্থক্য! আখলাক আল্লাহর বিশেষ দান। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর (يثار الإ) অর্থাৎ নিজের চেয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার ওপর দানশীলতার কোনো স্তর হতেই পারে না।

-ইহইয়া: ৩/২৭২

আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত দান-অনুগ্রহ এবং কল্যাণের বারিধারার জন্য সালামা বিন দিনার (রাঃ)এর কথাটি চিন্তা করা উচিত। তিনি বলেন, 'যখন দেখবে, অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তোমার ওপর নিয়ামতের বারিধারা বর্ষণ করছেন, তবে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যাও।”

-সিফাতুস সফওয়াহ:২/৫৭

আমরা বড় গলা করে বলে বেড়াই, এগুলো আমাদের সম্পদ, আমাদের অবদান, আমাদের চেষ্টার ফল,এসব আমাদের খাবার-দাবার, এটা আমার, ওটা আমার ইত্যাদি।কিন্তু এসবের প্রতিত্তুরে রাসুল (সা:) বলেছেন,

" يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ " .

‘মানুষ “আমার সম্পদ” “আমার অর্থ” বলে দাবি করে। কিন্তু তার সম্পদ কেবল তিনটি। এক. যা খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। দুই. যা পরিধান করে ক্ষয় করেছে। তিন. যা দান করেছে, তা সঞ্চিত হয়েছে। এ ছাড়া বাকি সব তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং অন্য মানুষের জন্য পড়ে থাকবে। '

## সম্পদ নিয়ে বড় জিজ্ঞাসা

সম্পদের মধ্যে তিনটি বড়ো জিজ্ঞাসা রয়েছে। প্রতিটি মানুষকে এই তিনটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এক. তুমি কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করেছ? উপার্জিত সম্পদ কি হালাল ছিল, না তার সাথে হারামের মিশ্রণ রয়েছে? না পুরোটাই হারাম?

দুই. উপার্জিত সম্পদ কোথায় রেখেছ? হালাল পন্থায় রেখেছ নাকি হারাম পন্থায়?

তিন. সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছ? আল্লাহর আনুগত্যে নাকি অবাধ্যতায়? আনুগত্যমূলক কাজটিতে ইখলাস ছিল নাকি লৌকিকতার মিশ্রণ ছিল? যদি আমরা নিজেদের উপার্জিত একশ রিয়ালকে সামনে রেখে একে অপরকে এই প্রশ্নগুলো করতে পারি, তবে অবশ্যই বুঝতে পারব যে, প্রশ্নগুলো কতটা কঠিন এবং সম্পদের হিসাব কতখানি সূক্ষ্ম! এই সম্পদই অধিকাংশ সময় আমাদের দুর্ভোগ আর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়!

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন

"مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ـ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ـ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ "

'যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদাকা করবে, (আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন) বস্তুত আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন আর আল্লাহ তার ডান হাত দিয়ে তা কবুল করেন। এরপর আল্লাহ তাআলা দানকারীর কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ অশ্বশাবক প্রতিপালন করে থাকে, অবশেষে সেই সদাকা পাহাড় বরাবর হয়ে যায়।"

-সহিহুল বুখারি: ১৪১০

আবার আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'সুস্থতা কিংবা অভাবের সময় দানকৃত একটি দিরহাম মৃত্যুকালে অসিয়তকৃত শত দিরহাম থেকে উত্তম।

-তানবিহুল গাফিলিন: ২৪৫

এ জন্যই উম্মাহর সিংহপুরুষরা, সালিহিন ও নেককার বান্দারা সুস্থ অবস্থাতেই বেশি দান করতেন। পরকালের সূর্যোদয়ের আগে এবং মৃত্যুর ঘণ্টা বাজার পূর্বেই তারা দান করে দিতেন।

তাদের দান দান সদকার বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তা ছিল তাদের জমাকৃত সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। নিজেদের সবচেয়ে দামি জিনিস। অন্তরের সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। কিন্তু আমরা যারা দান-সদাকা করছি, নিজেদের সবচেয়ে নিম্ন, তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট সম্পদটুকুই দান

করছি। আখিরাতের জন্য শ্রেষ্ঠ ও ভালো সম্পদটুকু ব্যয় করতে কার্পণ্য করি আমরা। অথচ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আসবাব, আরাম-আয়েশ, বাহারি খাবার, সুসজ্জিত পোশাক এবং সু কালেকশানের জন্য ঠিকই তা খরচ করি।

এমনও অনেক নারী-পুরুষ আছে, যাদের জুতার সংখ্যা বিশ থেকে পঞ্চাশ বরং একশ জোড়ারও বেশি! দেখে মনে হয়, সে হাজার হাজার মাইল হেঁটে হেঁটে পাড়ি দেওয়ার জন্য এতগুলো জুতা একত্রিত করেছে। এত এত জুতা থাকা সত্ত্বেও মাস যেতে না যেতেই আরেক জোড়া নতুন জুতা কিনে নিয়ে আসে। বিশ, পঞ্চাশ বা একশ জোড়া জুতার সংখ্যা যা-ই হোক, তাকে সবকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আজ পরিত্যাজ্য একটি সুন্নাহ হলো, মাঝে মাঝে জুতা পরিধান করা এবং মাঝে মাঝে জুতা ছাড়া থাকা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক বুঝ দান করেন।

## সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের মাঝে দানের প্রতিযোগিতা

রাসুল স. -এর সাহাবিদের মাঝে কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতার অসংখ্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে। উমর বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'একবার রাসুল স. আমাদের সদাকা করার নির্দেশ দিলেন। আর আমার কাছে যে পরিমাণ সম্পদ আছে, তা রাসুলের নির্দেশনা উপযোগীই ছিল। তাই আমি বললাম, "যদি কোনো দিন আবু বকরকে ছাড়িয়ে যেতে চাই আমি, তবে আজই সেই দিনটি এসেছে।" তারপর আমি আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে হাজির হলাম। রাসুল স. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?"

আমি বললাম, "এর সমপরিমাণ সম্পদ রেখে এসেছি।" আর এদিকে আবু বকর রা. তাঁর সম্পদের সবটুকুই নিয়ে এসেছেন।রাসুল স. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছ?" তিনি বললেন, "তাদের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল স. -কে রেখে এসেছি।" আমি বললাম, "আমি কোনো দিন কোনো কিছুতে আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারব না।"

-সুনানু আবি দাউদ : **১৬৭৮**।

ইবনুল কাইয়িম(রহ.) বলেন, 'কুরআন-সুন্নাতর দলিল, বিবেক-বুদ্ধি, মানুষের ফিতরাত এবং (মতানৈক্য সত্ত্বেও) উম্মাহর অভিজ্ঞতায় এ কথা প্রমাণিত যে, রব্বুল আলামিনের নৈকট্য লাভ, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন, সদাচার এবং সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ ইত্যাদি বিষয়গুলো সকল কল্যাণ অর্জনের প্রধান মাধ্যম। আর এগুলোর বিপরীত বিষয়গুলো সকল অকল্যাণের মাধ্যম। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর নৈকট্য এবং সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে যতটুকু আল্লাহর নিয়ামত অর্জন করা যায় এবং তাঁর ক্রোধ থেকে দূরে থাকা যায়, অন্য কোনোভাবে এতটুকু সম্ভব নয়।'

তিনি আরও বলেন, 'যে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সদয় হয়, আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি সদয় হন। যারা তাদের প্রতি দয়া করে, তিনিও তাদের প্রতি দয়া করেন। যারা মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে, আল্লাহ তাআলাও তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করেন। যারা দুনিয়ার মানুষের প্রতি উদারতা দেখায়, আল্লাহ তাদের প্রতি উদার আচরণ করেন। যারা মানুষের উপকার করে, তিনিও তাদের উপকার করেন। যে লোক অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। যারা মানুষের কাছে কল্যাণ পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত করে, আল্লাহ তাআলাও তাদের কাছে কল্যাণ পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত করেন। যে আল্লাহর বান্দার সাথে যেরূপ আচরণ করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া-আখিরাতে তার সাথে একই আচরণ করবেন।'

-সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৭৫ ।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে তেমন আচরণই করবেন,যেমন আচরণ আপনি তাঁর বান্দাদের সাথে করেছেন।
কালের অববাহিকায় আজও ইতিহাসের পাতায় 'ইসার আলান নাফস' তথা নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সেটি হলো, উমর বিন খাত্তাব রা. বলেন, 'একবার এক সাহাবির কাছে বকরির মাথা হাদিয়া আসলো। তিনি হাদিয়া পেয়ে বললেন, "আমার চেয়েও আমার অমুক ভাইয়ের বকরির মাথাটি বেশি প্রয়োজন।" ফলে মাথাটি তার কাছেই পাঠিয়ে দিলেন তিনি। এভাবে একজন অপরজনের কাছে পাঠাতে পাঠাতে সাতটি বাড়ি অতিক্রম করল। অবশেষে বকরির মাথাটি প্রথম ব্যক্তির কাছেই ফিরে এল।"
-আল-ইহইয়া : ৩/২৭৩।

এমনই ছিল তাঁদের আখলাক-চরিত্র। তাঁদের গুণাবলি এতটাই উন্নত ছিল। নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের ওপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতেন তাঁরা।
ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন, 'আমি জানি, সদাকার একটিমাত্র দানা দুনিয়ার পাহাড়গুলোর সমান ভারী।'
-আল-ইহইয়া : ১/২৬৭।

ইবনে উমর রা. এর কাছে তাঁর সম্পদের কোনো কিছু বেশি ভালো লাগলে তা আল্লাহর জন্য দান করে দিতেন।
ওয়াফায়াতুল আইয়ান : ৩/৩০ ।

মূলত তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা পালনের জন্যই এই কাজটি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলো ব্যয় না করো। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।"

-সুরা আলে ইমরান, ৩ : ৯২

কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা তো এমন, জামাতের পুরাতন হয়ে যাওয়া, ছোট কাপড়গুলো তুলে এনে গরিবদের দান করে দেই। মনে হয় আমরা একটা বোঝা থেকে মুক্তি পেলাম!

## মহানবী সাঃ এর দানের হৃদয়স্পর্শী ঘটনা

প্রিয় নবী (সা.)-এর চারিত্রিক গুণ যথাযথভাবে উপস্থাপন করার সাধ্য কারো নেই। তাঁর চারিত্রিক সনদ দিয়েছেন মহান রাব্বুল আলামিন। পবিত্র কোরআনে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۝

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ।'

-সুরা আহজাবঃ ২১

## প্রিয় চাদর দান

মুমিনের উচিত রাসুল (সা.)-এর আদর্শ আঁকড়ে ধরা। রাসুল (সা.)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দানশীলতা। তিনি এতটাই দানশীল ছিলেন যে কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। তার নজির বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায়। এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, সাহল ইবনে সাদ (রা.) বলেন, এক নারী নবী (সা.)-এর কাছে একটি 'বুরদাহ' নিয়ে এলেন।

সাহল (রা.) লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি জানেন 'বুরদাহ' কী? তাঁরা বলেন, তা চাদর। সাহল (রা.) বলেন, এটি এমন চাদর যা ঝালরসহ বোনা। এরপর ওই নারী জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনাকে এটি পরার জন্য দিলাম। নবী (সা.) চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেন, যেন তাঁর এটির দরকার ছিল।

এরপর তিনি এটি পরলেন। এরপর সাহাবিদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেটি তাঁর দেহে দেখে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, এটা কতই না সুন্দর! আপনি এটি আমাকে দিয়ে দিন। নবী (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ' (দিয়ে দেব)। নবী (সা.) উঠে চলে গেলে অন্য সহাবিরা তাঁকে দোষারোপ করে বলেন, তুমি ভালো কাজ করোনি। যখন তুমি দেখলে যে এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল বলেই তিনি চাদরখানা এমনভাবে গ্রহণ করেছেন।

এর পরও তুমি সেটা চাইলে। অথচ তুমি অবশ্যই জানো যে তাঁর কাছে কোনো জিনিস চাওয়া হলে তিনি কাউকে কখনো বিমুখ করেন না। তখন সেই ব্যক্তি বলল, যখন নবী (সা.) এটি পরেছেন, তখন তাঁর বরকত লাভের জন্যই আমি এ কাজ করেছি, যাতে এ চাদরে আমার কাফন হয়।

-(বুখারি, হাদিস : ৬০৩৬)

ওপরের হাদিসের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়, চাদরটি রাসুল (সা.)-এর খুবই পছন্দ হয়েছিল এবং তা তাঁর প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু তার পরও তিনি তা ওই সাহাবিকে দিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দান-সদকার হাত এতটাই লম্বা ছিল যে তা যে কাউকেই বিস্মিত করত। আনাস (রা.) বলেন, জনৈক লোক নবী (সা.)-এর কাছে এলো। তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন, যাতে দুই উপত্যকার মাঝামাঝি স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর ওই ব্যক্তি তার গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের বলল, হে আমার জাতি ভাইয়েরা, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কারণ মুহাম্মদ (সা.) অভাবের আশঙ্কা না করে দান করতেই থাকেন।

-মুসলিম, হাদিস : ৫৯১৪

## দ্রুততর সময়ে সম্পদ বিতরণ

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আনাস (রা.) বলেন, নবী (সা.)-এর কাছে বাহরাইন থেকে কিছু সম্পদ এলো। তিনি বলেন, এগুলো মসজিদে রেখে দাও। আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর কাছে এ যাবৎ যত সম্পদ আনা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পদই ছিল পরিমাণে সবচেয়ে বেশি। অতঃপর আল্লাহর রাসুল (সা.) নামাজে চলে গেলেন এবং এর দিকে দৃষ্টি দিলেন না। নামাজ শেষ করে তিনি এসে সম্পদের কাছে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু সম্পদ দিয়ে দিলেন। এরই মধ্যে আব্বাস (রা.) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও আকিলের (এ দুজন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদি ছিলেন) পক্ষ হতে মুক্তিপণ দিয়েছি। আল্লাহর রাসুল (সা.) তাকে বলেন, নিয়ে যান। তিনি তা কাপড়ে ভরে নিলেন। অতঃপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বলেন, না। আব্বাস (রা.) বলেন, তাহলে আপনি নিজেই তুলে দিন। তিনি বলেন, না। আব্বাস (রা.) তা থেকে কিছু সম্পদ রেখে দিলেন। অতঃপর পুনরায় তা তুলতে চেষ্টা করেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বলেন, না। অতঃপর আব্বাস (রা.) বলেন, তাহলে আপনিই আমাকে তুলে দিন। তিনি বলেন, না। অতঃপর আব্বাস (রা.) আরো কিছু সম্পদ নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।...আল্লাহর রাসুল (সা.) সেখানে একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।

-বুখারি, হাদিস : ৪২১

## সম্পদ জমা না রেখে দ্রুত বিতরণ

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর রাসুলের দান-সদকার প্রতি কতটা আগ্রহ ছিল, তাঁর একটি হাদিস দ্বারা এর কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকত, তাহলেও আমার পছন্দ নয় যে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ আমার কাছে থাকুক। তবে এতটুকু পরিমাণ ছাড়া, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দিই। -বুখারি, হাদিস : ২৩৮৯

অনেকের ধারণা হতে পারে, এটা হয়তো রাসুল (সা.) মানুষকে সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলেছেন; কিন্তু না, রাসুল (সা.) বাস্তবেই এমন মনোভাব পোষণ করতেন। এবং মুষ্টিভর্তি সোনার অলংকার দান করে দেওয়ার নজির তাঁর জীবনে আছে। রুবাইয়্যি বিনতে মুআওভভিজ ইবনে আফরা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি এক পাত্র খেজুর এবং কিছু হালকা-পাতলা শসা নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে এক মুষ্ঠি অলংকার ও স্বর্ণ দান করেন। (শামায়েলে তিরমিজি, হাদিস : ২৭৩)

আল্লাহু আকবার! রাসুল (সা.)-এর দানশীলতা নিয়ে গবেষণা করলে এমন অসংখ্য হাদিসে পাওয়া যাবে, সেসব হাদিসে প্রিয় নবীর অকাতরে দান করার চিত্র সামান্য কিছু উঠে এসেছে।

## রমজানে অকাতরে দান

এগুলোতে স্বাভাবিক সময়ের দানের কথা। আর পবিত্র রমজান এলে রাসুল (সা.)-এর দানের মাত্রা আরো বহু গুণ বেড়ে যেত। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী (সা.) সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল ছিলেন। তাঁর দানশীলতা বহু গুণ বর্ধিত হতো রমজানের পবিত্র দিনে, যখন জিবরাইল (আ.) তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। জিবরাইল (আ.) রমজানের প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কোরআন শুনতেন ও শোনাতেন। নবী (সা.) কল্যাণ বণ্টনে (দান-সদকায়) প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল ছিলেন। (বুখারি, হাদিস : ৩৫৫৪)

তাই যারা প্রিয় নবীকে ভালোবাসে, তাদের উচিত সাধ্যমতো দান-সদকায় আত্মনিয়োগ করা। ইনশাআল্লাহ, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে উভয় জাহানের সফলতা দান করবেন।

# দানশীলদের কতিপয় ঘটনা

## হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর দানশীলতা

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির হযরত আয়েশা (রাদিঃ)-এর খাদেমা উম্মে দিরবা হইতে বর্ণনা করেন, একদা ইবনে যুবাইর (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাদিঃ)-এর খেদমতে দুইটি থলি ভরতি করিয়া একলক্ষ আশি হাজার দেরহাম পাঠাইলেন। হযরত আয়েশা (রাদিঃ) ঐ গুলি একটি খাঞ্চায় করিয়া মানুষের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। সন্ধ্যায় আমাকে বলিলেন, আমার ইফতারী আন। আমি রুটি আর যয়তুনের তৈল আনিয়া হাজির করিলাম। আর বলিলাম, আজ যে এত দেরহাম বণ্টন করিয়াছেন উহা হইতে এক দেরহাম দ্বারা ইফতারের জন্য কিছু গোসত খরিদ করিতে পারিলেন না? হযরত আয়েশা (রাদিঃ) বলিলেন, আরে! স্বরণ করাইয়া দিলেত তাহাই করিতাম।

## হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর দানশীলতা

আবান ইবনে উছমান (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) -এর কিছু অনিষ্ট করার ইচ্ছায় কুরাইশ বংশের নেতৃবৃন্দের কাছে যাইয়া বলিল, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) আমাকে এই বার্তা দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আগামীকাল সকালে তাঁহার ঘরে আপনাদের দাওয়াত, পরদিন সকালে সকলেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিঃ)-এর বাড়ীতে যাইয়া হাজির। তিনি সমবেত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিঃ) কিছু ফলমূল খরিদ করিয়া আনার নির্দেশ দিলেন এবং কিছু লোককে রুটি তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। মেহমানদের সম্মুখে ফল হাজির করা হইল। তাহারা ফল খাইতে না খাইতেই দস্তরখান বিছাইয়া দেওয়া হইল। সবাই তৃপ্তি সহকারে খানা খাইয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর খাদেমগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ যে পরিমান খরচ হইয়াছে প্রতিদিন এই পরিমাণ খরচ করা যাইতে পারে কি? তাহারা বলিল, জি হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে প্রতিদিনই তাহারা আমার এখানে নাস্তা করুক।

## হযরত মুয়াবিয়া ( রাঃ) এর দানশীলতা

মুসআব ইবনে যুবাইর বর্ণনা করেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাদিঃ) যখন হজ্জ শেষে মদীনা মুনাওয়ারা হইয়া যাইতেছিলেন তখন হযরত হুসাইন (রাদিঃ) হযরত হাসান (রাদিঃ) কে বলিলেন, মুয়াবিয়া (রাদিঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎও করিবেন না তাহাকে সালামও করিবেন না। কিন্তু তিনি যখন মদীনা হইতে বাহির হইয়া গেলেন তখন হযরত হাসান (রাদিঃ) বলিলেন,

আমাদের কাছে তাঁহার ঋন রহিয়াছে। অবশ্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি সাওয়ারীর উপর আরোহন করত তাঁহার সহিত যাইয়া সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহাকে সালাম করিলেন এবং ঋনের কথাও শুনাইলেন। একটি বখতী উটের উপর আশি হাজার দীনার দিয়া পাঠাইলেন। উটটির চলিতে কষ্ট হইতে ছিল।

অন্য উটের পিছনে পড়িয়া যাওয়ার কারণে মানুষে উহাকে হাঁকাইয়া নিতেছিল। হযরত মুয়াবিয়া (রাদিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? ব্যাপারটি বলা হইল। তখন তিনি বলিলেন দীনার সহ উটটি আবু মুহাম্মদ ইমাম হাসানের কাছে পাঠাইয়া দাও।

## ইমাম ওয়াকেদী ও খলীফা মামুনুর রশীদের দানশীলতা

ওয়াকেদ পিতা মুহাম্মদ ওয়াকেদী সম্পর্কে বর্ণনা করেন, একদা তিনি খলীফা মামুনুররশীদের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি অত্যন্ত ঋণগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এখন আর তিষ্টিতে পারিতেছেননা। মামুনুর রশীদ চিঠির অপর পৃষ্ঠার লিখিয়া দিলেন যে, আপনার মধ্যে দুইটি গুন রহিয়াছে। একটি দানশীলতা অপরটি হায়া। দানশীলতার কারণে আপনার মাল সব চলিয়া গিয়াছে আর হায়ার কারণে আমার কাছে আপন প্রয়োজন প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। যাহাই হউক আমি আপনাকে একলক্ষ দেরহাম দেওয়ার নির্দেশ দিলাম। যদি যথোপযুক্ত হইয়া থাকে তবে আপনি মুক্ত হস্তে মানুষকে দান করুন নচেৎ ত্রুটি আপনারই। আর আপনি যখন খলীফা হারুনুর রশীদের পক্ষ হইতে কাযী নিযুক্ত ছিলেন তখন আমাকে একটি হাদীছ শুনাইয়া ছিলেন, যে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইমাম যুহরী হইতে আর তিনি হযরত আনাস (রাদিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত যুবাইর ইবনে আউওয়ামকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে যুবাইর। রিযিকের চাবিকাঠি আল্লাহর আরশের বরাবর।

তিনি প্রত্যেক বান্দার প্রতি তাহার খরচ অনুযায়ী রিযিক পাঠাইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বেশী খরচ করে তাহার প্রতি বেশী পাঠানো হয় আর যে কম খরচ করে তাহার প্রতি কম পাঠানো হয়। আর এই ব্যাপারে আপনি আমার চাইতে ভাল জানেন। ওয়াকেদী বলেন, আল্লাহর কসম মামুন যে হাদীছের আলোচনা করিয়াছে ইহা আমার কাছে তাহার একলক্ষ দেরহামের হাদিয়া হইতে উত্তম।

## ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাঃ) -এর জনৈকা বৃদ্ধা মহিলাকে দানশীলতা

আবুল হাসান মাদায়েনী বর্ণনা করেন, একদা হযরত হাসান, হযরত হুসাইন ও আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাদিঃ) হজ্জপালনের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে রসদ ফুরাইয়া গেলে পিপাসা অনুভব করিলেন। হঠাৎ একবৃদ্ধা

মহিলাকে এক নিভৃত তাঁবুতে দেখিতে পাইলেন। মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কাছে পান করার কিছু আছে কি? মহিলা উত্তরে বলিল হ্যাঁ, আছে। তাহারা সাওয়ারী হইতে নামিয়া আসিলেন এবং তাবুর কাছে একটি ছোট্ট বকরী দেখিতে পাইলেন, মহিলা বলিল, তোমরা বকরীটি আন এবং উহার দুধ দোহন

করিয়া পান কর। তাঁহারা বকরীর দুধ দোহন করতঃ পান করিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার কাছে খাইবার কিছু আছে কি? মহিলা বলিল, খাইবার অন্য কিছু নাই এই বকরীটি আছে। ইহাই জবেহ করিয়া দাও আমি তোমাদের জন্য রান্না করিয়া দেই। তাহারা বকরীটি জবেহ করিয়া দিলেন। আর মহিলা উহা রান্না করিয়া দিলেন। তাঁহারা খানা পিনা করিলেন, কিছুক্ষণ আরাম করিলেন ইহাতে দুপুর অতিবাহিত হইয়া গেল। বিকালে রওয়ানা হওয়ার সময় মহিলাকে বলিলেন, আমরা কুরাইশী। হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে যাইতেছি। যখন হজ্জ হইতে নিরাপদে ফিরিব তখন আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ইনশাআল্লাহ আপনার উপকার করিব। এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধার স্বামী আসিয়া যখন ঘটনা জানিতে পারিল বৃদ্ধার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিল, তুমি চিননা জাননা এমন লোককে আমার বকরী খাওয়াইয়া দিয়াছ মার বলিতেছ তাহারা কুরাইশী। যাহাই হউক কিছু দিন পর ঐ স্বামী স্ত্রীকে কোষ প্রয়োজনে মদীনায় আসিতে হইল। তাহারা উটের গোবর সংগ্রহ করতঃ উহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। ঘটনাক্রমে ঐ বৃদ্ধা হযরত হাসান (রাদিঃ) -এর বাড়ীব নিকট দিয়া যাইতে ছিল। হাসান (রাঃ) ঘরের দরজায় বসা ছিলেন।

বৃদ্ধাকে দেখিতেই তিনি চিনিয়া ফেলিলেন। তাড়াতাড়ি গোলামকে পাঠাইয়া বৃদ্ধাকে আনাইলেন। হাসান (রাদিঃ) বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, বৃদ্ধা বলিল, না। হাসান (রাদিঃ) বলিলেন, আমি তো ঐ ব্যক্তি যে অমুক দিন আপনার মেহমান হইয়াছিলাম। আপনি বকরী জবেহ করিয়া আমাদের মেহমানদারী করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা বলিল, আপনিই ঐ ব্যক্তিঃ তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, হযরত হাসান (রাদিঃ) তাহাকে এক হাজার দীনার ও এক হাজার বকরী দিয়া হযরত হুসাইন (রাদিঃ) -এর কাছে পাঠাইলেন। হযরত হুসাইন(রাদিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ভাই হাসান কি দান করিয়াছে? বৃদ্ধা বলিল এক

হাজার দীনার ও এক হাজার বকরী। অতঃপর তিনিও এক হাজার দীনার এবং এক হাজার বকরী দিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে জাফরের নিকট পাঠাইলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর হযরত হাসান ও হুসাইন (রাদিঃ)-এর দানের কথা জানার পর আরো দুই হাজার দীনার ও দুই হাজার বকরী দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আপনি যদি আগে আমার কাছে আসিতেন তবে এত পরিমান দান করিতাম যে, তাহাদের দান করা মুশকিল হইয়া যাইত। অতঃপর মহিলা চার হাজার দীনার ও চার হাজার বকরীসহ স্বামীর কাছে ফিরিয়া গেল।

## ইমাম মালেক (রহঃ)-এর দানশীলতা

বর্ণিত আছে একদা খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট। পাঁচশত দীনার হাদিয়া পাঠাইলেন। এই সংবাদ লইয়া ইবনে সা'দ (রহঃ) -এর কাছে পৌছিলে তিনি ইমাম মালেক (রহঃ) -এর নিকট একহাজার দীনার পাঠাইলেন। হারুনুর রশীদ এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন যে, আমি পাঠাইয়াছি পাঁচশত দীনার আর আপনি আমার প্রজা হইয়া এক হাজার দীনার পাঠাইয়াছেন? লাইছ ইবনে সা'দ বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন। আমার দৈনিক আয় এক হাজার দীনার। আমার একদিনের আয়ের কম টাকা তাহার ন্যায় ব্যক্তিকে দিতে লজ্জা বোধ হইল।

কথিত আছে, তাঁহার উপর কখনও যাকাত ওয়াজিব হইতনা। অথচ তাঁহার দৈনিক আয় ছিল এক হাজার। আরো কথিত আছে, জনৈকা মহিলা তাঁহার নিকট মধু চাহিয়া ছিল। তিনি ঐ মহিলাকে এক মটকা মধু দিয়াছেন। তাঁহাকে বলতে হইল, এই মহিলাকে আরো কম দিলেও প্রয়োজন সারিয়া যাইত। তিনি বলিলেন, মহিলা তাহার শানমত চাহিয়াছে আমি আমার নেয়ামত অনুপাতে দান করিব।লাইছ ইবনে সা'দ (রহঃ) প্রতিদিন তিনশত ষাট জন মিসকিনকে না খাওয়ানো, পর্যন্ত কথা বলিতেন না।

## ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর দানশীলতা

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, আমি হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমানকে এইজন্য ভালবাসি যে, একদিন তিনি গাধায় আরোহন করিয়া কোথাও যাইতে ছিলেন। গাধাকে দ্রুত গতিতে চালানোর কারণে তাঁহার কুর্তার একটি বোতাম খুলিয়া যায়। পথিমধ্যে জনৈক দরজীকে দেখিয়া তিনি গাধা হইতে নামিতে চাহিলেন। দরজী আগাইয়া আসিয়া বলিল, আপনার নামিতে হইবে না আমিই ঠিক করিয়া দিতেছি। হাম্মাদ দরজীর কাজে খুশী হইয়া তাহাকে একটি খলি বাহির করিয়া দিলেন যাহার মধ্যে দশটি দীনার ছিল। অতঃপর দরজীর কাছে ওযর

জানাইলেন যে, ইহা কম হইয়া গিয়াছে আমার কাছে আর নাই বিধায় দিতে পারিলাম না। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তখন নিজের জন্য নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন-

يا لهف قلبي على مال اجود به × على المقلين من اهل المروات

ان اعتذرى الى من جاء يألني ماليس عندى لمن احدى المصيبات

আফসোস্। আমার যদি মাল থাকিত তবে মানবতাশীল ও সম্ভ্রান্ত গরীবদের জন্য খরচ করিতাম।

কেহ যদি আমার কাছে আসিয়া কিছু চায় আর আমাকে ওযর ও আপারগতা প্রকাশ করিতে হয় যে আমার কাছে কিছু নাই তবে ইহা আমার জন্য বিরাট একটি মুসীবত।

রবী ইবনে সুলাইমান বর্ণনা করেন, একবার এক ব্যক্তি আসিয়া ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর সাওয়ারীর রিকাব ধরিল। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলিলেন, হে রবী। তাহাকে চারটি দীনার দিয়া দাও আর তাহাকে বলিয়া দাও এখন আর কিছু নাই। হুমাইদী বর্ণনা করেন, একবার ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সানআ হইতে মক্কায় আগমন করিলেন এবং সঙ্গে দশহাজার দীনার লইয়া আসিলেন। অতঃপর মক্কার বাহিরে একটি তাঁবু খাটাইলেন এবং দীনারগুলি একটি কাপড়ে ছড়াইয়া দিলেন। ইহার পর যে কেহ তাঁহার কাছে আসে তাহাকে একমুষ্ঠি করিয়া দীনার দিতে থাকেন। এইভাবে যোহরের নামায পর্যন্ত সমস্ত দীনার দান করিয়া শেষ করিয়া দেন। আবু ছাউর বর্ণনা করেন, একবার ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মক্কায় গমনের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার সহিত কিছু মাল ছিল। তিনি তাঁহার দানশীলতার কারণে পয়সা হাতে রাখিতেন না। আমি বলিলাম, আপনি যদি এই টাকা দ্বারা মক্কায় কিছু জায়গা খরিদ করিয়া লইতেন তবে আপনার এবং সন্তানদের প্রয়োজনে আসিত। ইহার পর তিনি বাহির হইয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার হাতে কোন পয়সা দেখিতে পাইলাম না। আসিয়া বলিলেন, মক্কায় ঘুরাফেরা করিয়া দেখিয়াছি। মক্কায় অর্ধিকাংশ জায়গা ওয়াকফ। আর ওয়াকফ ক্রয় করা জায়েয নহে। তবে মিনাতে একটি পান্থশালা তৈরি করিয়া আসিয়াছি। হাজী ভাইয়েরা উহাতে অবস্থান করিবেন। অতঃপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন যাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ব হইল-

মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস মুহাল্লাবী বর্ণনা করেন, আমার পিতা একনা খলীফা মামুনের কাছে গেলেন। মামুন তাহাকে একলক্ষ দেরহাম হাদিয়া দিলেন। তিনি খলীফার দরবার হইতে বাহির হইয়াই সমস্ত দেরহাম দান করিয়া দেন। এই সংবাদ মামুনের কাছে পৌছিল। পুনরায় যখন তিনি মামুনের কাছে গেলেন তখন মামুন তাহাকে গঞ্জনা করিলেন। তিনি খলীফাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমীরুল মুমেনীন হাতে যে মাল আছে উহা দান না করা রাব্বুল আলামীনের সম্পর্কে অসমীচীন ধারণা পোষণের শামিল। ইহা শুনিয়া খালীফা মামুন তাহাকে আরো একলক্ষ দেরহাম দিয়া দেন।

এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনে সাদ-এর নিকট আসিয়া কিছু চাহিল তিনি তাহাকে একলক্ষ দেরহাম দিয়া দেয়ার নির্দেশ দিলেন। দেরহাম পাইয়া সে কাঁদিতে শুরু করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? উত্তরে বলিল, আমি এই জন্য কাঁদিতেছি যে, মাটি আপনার মত দানবীরকেও গ্রাস করিবে। সাঈদ ইবনে ‘আস এই কথা শুনিয়া তাহাকে আরো এক লক্ষ দেরহাম দানের নির্দেশ দিলেন।

## হযরত উছমান (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ)-এর দানশীলতা

হযরত উছমান (রাদিঃ) হযরত তালহা (রাদিঃ)-এর কাছে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম পাইতেন। একদিন হযরত উছমান (রাদিঃ) মসজিদের দিকে চলিলেন। হযরত তালহা (রাদিঃ) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনার টাকা যোগাড় হইয়াছে নিয়া নিন। উছমান (রাদিঃ) বলিলেন, আবু মুহাম্মদ। এই টাকা আপনার দানশীলতার কাজের সহায়তা স্বরূপ আপনাকে দিয়া দিলাম। সা'দ বিনতে আউফ বর্ণনা করেন, আমি একদা তালহা (রাদিঃ)-এর কাছে গেলাম তাঁহাকে অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। কারন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন আমার কাছে কিছু মাল আসিয়া গিয়াছে উহার জন্য চিন্তিত। আমি বলিলাম, চিন্তার কি কারণ? আপনি গোত্রের লোকজনকে ডাকিয়া তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিন। তৎক্ষনাৎ খাদেমকে বলিলেন, যাও লোকজনকে ডাক। খাদেম লোকজনকে ডাকিয়া আনিল। তিনি সমস্ত মালু তাহাদিগকে বন্টন করিয়া দিয়া দেন। আমি খাদেমকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি পরিমাণ মাল ছিল? সে বলিল, চার লক্ষ দেরহাম ছিল।

আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত উন্নত গুণাবলোর ব্যাক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

*-ধন সম্পদের লোভ ও কৃপণতা- ইমাম গাযযালী (রহঃ)*

# সদাকার ১০টি ফায়দা

বিশিষ্ট ফকিহ আবুল লাইস সামারকান্দি (রহঃ) বলেন, কম হোক বা বেশি হোক, প্রত্যেককে সদাকা করতে হবে। কারণ, সদাকার মধ্যে বিশিষ্ট ফায়দাগুলো রয়েছে। তন্মধ্যে পাঁচটি দুনিয়ার সাথে এবং পাঁচটি আখেরাতের সাথে সম্পর্ক।

**দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত পাঁচটি ফায়দা হলো :**

**এক.** সদাকার মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয়। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

'নিশ্চয়ই বেচাকেনার মধ্যে শপথ ও মিথ্যার মিশ্রণ হয়ে যায়। তাই তোমরা এর সাথে সদাকার মিশ্রণ করো।
সুনানুন নাসায়ি: ৩৭৯৮

**দুই.** এর মধ্যে দৈহিক পবিত্রতা রয়েছে। যেমন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

'তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন; এর মাধ্যমে তাদের আপনি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন।'
-সুরা আত-তাওবা, ৯: ১০৩।

**তিন.** সদাকার মাধ্যমে বিপদাপদ ও রোগব্যাধি দূর হয়।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন:

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

'তোমরা সদাকার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো। '
-আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি: ৬৫৯৩।

**চার.** সদাকার মাধ্যমে অসহায় মানুষের অন্তরে আনন্দের খোরাক তৈরি হয়। তাছাড়া মুমিনদের অন্তরে খুশি-আনন্দ জোগানো শ্রেষ্ঠ একটি আমল।

**পাঁচ.** এর মাধ্যমে সম্পদে বারাকাহ অর্জিত হয় এবং রিজিকে প্রশস্ততা আসে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন।

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

'তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দেবেন।'
-সুরা সাবা, ৩৪: ৩৯।

**সদাকার পরকালীন পাঁচটি ফায়দা হলো:**

**এক.** হাশরের ময়দানের কঠোর উত্তাপে সদাকা ব্যক্তির জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করবে।

**দুই.** এর মাধ্যমে হিসাব সহজ হবে।

**তিন.** এটি আমলনামাকে ভারী করে দেবে।

**চার.** সদাকা প্রদানকারী পুলসিরাত পার হতে সক্ষম হবে।

**পাঁচ.** সদাকার মাধ্যমে জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

সদাকা প্রদানের মধ্যে যদি কেবল অসহায় মানুষের দুআ ও খুশি-আনন্দ ছাড়া অন্য কোনো ফায়দা নাও থাকত, তবুও একজন বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে সদাকা করা এবং এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক ছিল। অতএব যেহেতু সদাকার মাঝে রয়েছে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও সালিহিনের অনুসরণ এমনকি তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল সদাকা, সেহেতু সদাকার প্রতি আমাদের কতটা উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন!
-তানবিহুল গাফিলিন: ২৪৭।

# সদকার বিস্ময়কর প্রভাব

ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সদাকার বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে। সদাকাকারী পাপাচারী, জালিম বা কাফির যা-ই হোক না কেন, এর বদৌলতে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ধরনের বিপদ ও শাস্তি থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করেন। বিশেষ কি সাধারণ দুনিয়ার সর্বশ্রেণির মানুষের কাছেই জানা বিষয় এটি। তা ছাড়া সকল মানুষই কম-বেশি এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।'

আবু জার গিফারি বলেন, 'সালাত দ্বীনের ভিত্তি। জিহাদ সর্বোচ্চ আমল। আর সদাকা এক বিস্ময়কর বিষয়। সদাকা এক বিস্ময়কর বিষয়। '
-তানবিহুল গাফিলিন : ২৪৩

সদাকার বিস্ময়কর প্রভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেছেন:

بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ - لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ - فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ

'একদিন এক লোক কোনো এক মরুপ্রান্তরে সফর করছিল। এমন সময় অকস্মাৎ মেঘের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনতে পেল যে, "অমুকের বাগানে পানি দাও।" সাথে সাথে মেঘখণ্ডটি একদিকে সরে যেতে লাগল। এরপর এক প্রস্তরময় ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ওই স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ওই পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন ওই লোকটি পানির অনুগমন করে চলল। চলার পথে সে এক লোককে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল, যিনি বেলচা দিয়ে পানি বাগানের সবদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এ দেখে সে তাকে বলল, "হে আল্লাহর বান্দা, আপনার নাম কী?" তিনি বললেন, "আমার নাম অমুক"-যা সে মেঘখণ্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছিল। তারপর বাগানের মালিক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর বান্দা, আপনি আমার নাম জানতে চাইলেন কেন?" উত্তরে লোকটি বলল, "যে মেঘের এ পানি, এর মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, আপনার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি

দাও।" এরপর লোকটি বলল, "আপনি এ বাগানের ব্যাপারে কী করেন?" বাগানের মালিক বললেন, "যেহেতু আপনি জিজ্ঞেস করেছেন, তাই বলছি, প্রথমে আমি এ বাগানের উৎপন্ন ফসলের হিসাব করি। অতঃপর এর এক-তৃতীয়াংশ সদাকা করি। এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার-পরিজনের জন্য রাখি এবং এক-তৃতীয়াংশ বাগানের উন্নয়নের কাজে খরচ করি।

-সহিহুল মুসলিম: ২৯৮৪

যে ব্যক্তি দান করে না, আল্লাহর প্রতি তার খারাপ ধারণা জন্মায়। দুনিয়াতে থেকে পরকালের জন্য কিছু অগ্রে পাঠালে অবশ্যই পরকালে এর প্রতিদান ও সাওয়াব পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে। ফলে সম্পদ সে ততটুকুই ব্যবহার করবে, যতটুকু ব্যবহার করা প্রয়োজন। যেমনটি হয়ে থাকে আরোহণের গাধার সাথে।

কেবল প্রয়োজন পরিমাণ জায়গাটুকুই বসার জন্য ব্যবহার করে। শুধু তা-ই নয়; বরং এর দৃষ্টান্ত টয়লেটের মতো। যেখানে শুধু প্রয়োজন সারা হয়। এর বাইরে তাকে ব্যবহার করা হয় না। যদি নিজেকে এভাবে গড়তে না পারে, তবে তার দৃষ্টান্ত হবে সেই ব্যক্তির মতো, যে সৃজিত হয়েছে ভীরু হয়ে। তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করলে সে হা-হুতাশ শুরু করে দেয় এবং কল্যাণ স্পর্শ করলে কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে।

অতএব একজন বিবেকবান মুসলিমের উচিত দুনিয়াকে সর্বদা হাতের মুঠোয় সীমাবদ্ধ রাখা। অন্তর পর্যন্ত আসতে দেওয়া যাবে না-দুনিয়ায় তার যতই আধিক্য অর্জিত হোক। যদি তা হাতের মুঠোয় সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেখান থেকে দুনিয়াকে বের করতে এবং উদারতার সাথে সদাকা করতে সহজ হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً من وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।'

-আল বাকারা,২: ২৪৫

এমন দানকে আল্লাহ তাআলা করজে হাসানাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষকে এর প্রতি আগ্রহী করে তুলতে এবং এমন ব্যয়ের প্রতি উৎসাহ জোগাতেই এভাবে নামকরণ করা

হয়েছে। দানকারী ব্যক্তি যখন অনুধাবন করবে, তার ব্যয়িত সম্পদ আবার তার কাছে ফিরে আসবে, তখন মনের মধ্যে ব্যয়ের উচ্চ মানসিকতা ও আগ্রহ জাগ্রত হবে। দান করতে সহজ হবে এবং সম্পদ বের করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না।

এরপর যখন দানগ্রহীতার সদাচার, উদারতা ও ওয়াদা পূর্ণ করার সিফাত সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন সে পরিপূর্ণ উদারতার সাথে উত্তমভাবে অনুদান দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে। যদি সে বুঝতে পারে, তার সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করে তাকে আরও বহুগুণে পরিশোধ করা হবে, তাহলে সে নির্দ্বিধায় দান করবে।তারপর যখন জানতে পারবে যে, এভাবে দান করার ফলে সম্পদ তো বহুগুণে ফিরে পাবেই বরং তার সাথে অতিরিক্ত আরও অনুগ্রহ, দয়া ও অগণিত নিয়ামত পাবে, তবে তো সে কিছুতেই এমন দান থেকে পিছিয়ে থাকবে না এবং বিলম্ব করবে না। কেবল কার্পণ্যপূর্ণ ও রুগ্ণ হৃদয়ের অধিকারী এবং আল্লাহকে ঋণ দিতে অনাস্থা পোষণকারী হৃদয়গুলোই এমন দান থেকে পিছিয়ে থাকতে পারে। এদের ইমানের দুর্বলতার কারণে এ ধরনের আচরণ করবে। তারা জানে না যে, এই অনুগ্রহ কতটা মহান ও সুবিশাল! তারা বুঝে না, সদাকা ব্যক্তির পক্ষে কতখানি প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে!

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ ধরনের করজ তথা ঋণকে (حَسَنًا) তথা উত্তম হতে হবে বলে শর্তায়িত করেছেন। তাই এর মধ্যে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়।

এক. করজে হাসানার সম্পদটুকু হালাল হতে হবে। অবৈধ, হারাম বা নিকৃষ্ট উপায়ে অর্জিত সম্পদ হলে চলবে না।

দুই. আত্মতুষ্টির সহিত দান করতে হবে। অন্তর সুদৃঢ় থাকতে হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দান করতে হবে।

তিন. অতঃপর খোটা বা কষ্ট দেবে না।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয়টি দানকারী ও আল্লাহর মধ্যকার বিষয়। তৃতীয়টি দানকারী ও দানগ্রহীতার সাথে সম্পৃক্ত।
কার্পণ্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট একটি বৈশিষ্ট্য। আম্বিয়া (আঃ) সালিহিন এমনকি জাহিলি যুগের সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত আরবরা পর্যন্ত এটিকে বর্জন করেছেন। তারা সকলেই জানত, এটি অত্যন্ত খারাপ ও জঘন্য স্বভাব।

হাসান (রাঃ) -কে কৃপণতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'ব্যক্তি যদি দানকৃত সম্পদকে ধ্বংস বা শেষ হয়ে গেছে মনে করে এবং জমাকৃত সম্পদকে নিজের (সম্মানের কারণ) মনে করে, তাহলে বুঝতে হবে, তার মধ্যে কার্পণ্য রয়েছে।'

-মুকাশাফাতুল কুলুব: **১২২**

## মহিলাদের সদকার আদেশ

রাসুল (সাঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

تَصَدَّقْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ

'হে নারী-সকল, তোমরা নিজেদের অলংকার দিয়ে হলেও সদাকা করো। ''
-সহিহ্ মুসলিম: ১০০০

তিনি আরও বলেন:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

'হে নারীজাতি, তোমরা সদাকা করো এবং বেশি বেশি ইসতিগফার পাঠ করো। কেননা, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।
-সহিহ্ মুসলিম: ৭৯

আয়িশা সিদ্দিকা থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেছেন,
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

'কোনো স্ত্রীলোক যদি তার ঘর হতে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া খাদ্যদ্রব্য সদাকা করে, তবে এ জন্য সে সাওয়াব লাভকরবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও সাওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চীও অনুরূপ সাওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্য জনের সাওয়াবে কোনো কমতি হবে না।
-সহিহুল বুখারি: ১৪২৫, সহিহ্ মুসলিম: ১০২৪।

রাসুল (সাঃ) এর সময়ে অনুদানের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অনেক চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তেমনই একটি ঘটনা ঘটেছে উসরার যুদ্ধের সময়। উম্মে সিনান আল-আসলামিয়্যাহ (রাঃ) বলেন:

'আমি আয়িশা (রাঃ)-এর গৃহে রাসুল (সাঃ)-এর সামনে একটি কাপড় বিছানো দেখলাম। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন জীবিকা, সাহায্য অনুদান। অর্থাৎ মহিলাদের কাছ থেকে আসা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে কাপড়টি ভরপুর হয়েছিল। তারা এসব দিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীকে সাহায্য করছিল।
-আল-ইসাবা ফি তামইজিস সাহাবা লি ইবনি হাজার: ৪/৩৫০।

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই দাওয়াহ আমাদের সবার জন্য উন্মুক্ত। তিনি ইরশাদ করেন:
مَثَلُ الَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنۡۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِىۡ كُلِّ سُنۡۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ
‘যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শিষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শিষে একশ করে দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।’
-সুরা আল-বাকারা, ২: ২৬১।

আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে (অর্থাৎ জিহাদে কিংবা যেকোনো কল্যাণকর কাজে) দানকারীর দানকে সেই ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন, যে বীজ বপন করল। অতঃপর প্রতিটি বীজ থেকে সাতটি করে শিষ জন্মাল। প্রতিটি শিষে একশটি করে বীজ উৎপন্ন হলো। এ ছাড়াও আল্লাহ তাআলা চাইলে কাউকে তার ইমান, ইখলাস, ইহসান, পরিমাণ এবং উপযুক্ত জায়গায় খরচ করার বিবেচনায় এর চেয়ে বহুগুণে দিতে পারেন।

অনুদানের প্রতিদান অন্তরের ইমান, ইখলাস এবং দানের সময় দৃঢ়তার বিবেচনায় বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই দৃঢ় অন্তর নিয়ে সম্পদ দান করতে হবে। দানের ব্যাপারে অন্তর উন্মোচিত থাকতে হবে। হৃদয়ে উদারতা থাকতে হবে। হাত থেকে সম্পদ বের হওয়ার আগেই অন্তর থেকে বের হতে হবে। তবেই অন্তর দৃঢ় হবে। কোনো হীনতা, ভীরুতা থাকা চলবে না। দান করতে হাত কিংবা অন্তর কাঁপতে পারবে না।
-আত-তাফসিরুল কাইয়িম লি ইবনিল কাইয়িম: ১৫০।

আল্লাহর এই কথাটি একটু চিন্তা করা যাক। তিনি বলেন:
مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'তোমাদের কাছে যা আছে, নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, কখনো তা শেষ হবে না। যারা সবর করে, আমি তাদের প্রাপ্য প্রতিদান দেবো তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত। - সুরা আন-নাহল, ১৬: ৯৬।

আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুসংবাদ দিয়ে ঘোষণা করেছেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ইমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো, যা তারা করত।
-সুরা আন-নাহল, ১৬: ৯৭।

এত এত ঘোষণার পরেও আল্লাহ তাআলা উত্তম দানের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন:

هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

'শোনো, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।
-১৭২. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৩৮।

ওদের মতো যেনো কখনো না হই, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

'যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সেসব বিষয়, যা আল্লাহ তাআলা তাদের দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে। বস্তুত আমি তৈরি করে রেখেছি কাফিরদের জন্য অপমানজনক আজাব।
-সুরা আন-নিসা, ৪: ৩৭।

আমাদের অবস্থা তো তেমনই, যেমনটি রবি বিন খুসাইম (রাহঃ) বলেছেন, 'আমরা হয়ে গেছি দুর্বল ও পাপিষ্ঠ। রিজিকগুলো খাচ্ছি আর মৃত্যুর অপেক্ষা করছি।
-সিফাতুস সফওয়াহ: ৩/৬৭।

# হাদিসের আলোকে সেরা দান

‘দানে ধন বাড়ে’, ‘দান করে কেউ দরিদ্র হয় না’-আমাদের সমাজে এসব কথা খুবই পরিচিত। ধার্মিক-অধার্মিক কিংবা মুসলিম-অমুসলিমের কোনো ফারাক এখানে নেই। আমাদের চারপাশের দেখা বাস্তবতা হল, স্বতঃস্ফূর্ত দানের মানসিকতা যাদের আছে, ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণমূলক যে কোনো ইস্যুতে যারা বরাবর এগিয়ে আসেন, কোনো অভাবী-অসহায়-বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি কখনোই যাদের কাছ থেকে খালি হাতে ফেরে না, কখনোই তাদের কণ্ঠে এ অনুযোগও শোনা যায় না-দান করে আমি শেষ হয়ে গেছি! এ দান বরং তাদের সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। তারাও উদার হাতেই বিলিয়ে যান তাদের দান।

দান-সদকা মুমিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি  অনুষঙ্গ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে দান-সদকার অনেক ফযীলতের কথা। দান করলে বিপদাপদ দূর হয়। দান আল্লাহ তাআলার ক্রোধকে নিভিয়ে দেয়। দানের প্রতিদানকে আল্লাহ তায়ালা সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন, এমনকি কাউকে আরও বেশি পরিমাণে নেকি দিয়ে থাকেন-কুরআন ও হাদীস থেকে আহরিত এসব কথা আমাদের মুখে মুখে বেশ প্রচলিত। বলার কথা হল, এ দান-সদকা কেবল একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত-বিষয়টি এমনই নয়। বরং পবিত্র কুরআনে কারীমে খাঁটি ও যথার্থ মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন এ দান-সদকার কথাও বলেছেন। পড়ুন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَت عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيم ٌ

সন্দেহ নেই, মুমিন তো তারাই, আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলে যাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, যখন তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের প্রভূর ওপর ভরসা করে; যারা যথারীতি নামায আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। -সূরা আনফাল (৮) : ২-৪

আল্লাহকে ভয় করা, পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া, আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করা এবং নিয়ম মেনে নামায আদায় করা-একজন মুসলমানের জন্য তো এসবের কোনো বিকল্প নেই। তবে এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়-এসবের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা প্রকৃত মুমিনের পরিচয় হিসেবে দান-সদকার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-(তরজমা) ‘আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।’ এ ব্যয় করার মধ্যে ফরয দান যাকাত যেমন রয়েছে, তেমনি নফল দান-সদকাও এর অন্তর্ভুক্ত। দান-সদকা

নিয়ে, তা ফরয-নফল যাই হোক, পবিত্র কুরআনে তো কত কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত কথাটি, মাত্র তিনটি আরবী শব্দে-

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم ْيُنْفِقُونَ

যেভাবে বারবার উল্লেখিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে, তাও সবিশেষ লক্ষণীয়।

ফরয দান তথা যাকাতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। কারও কাছে যদি যাকাত আদায়যোগ্য নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে শতকরা আড়াই টাকা হারে তাকে যাকাত আদায় করতে হয়। যাকাত যদি ফরয হয়, তবে একজন মুসলমানের জন্যে এ যাকাত আদায় থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু নফল দানের ক্ষেত্রে এমন কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। নেই বাধ্যবাধকতাও। ধনী-গরীব যে কেউ যখন ইচ্ছা দান করতে পারে। কম-বেশি যে কোনো পরিমাণই দান করতে পারে। দান প্রকাশ্যে হতে পারে, হতে পারে গোপনেও। প্রশ্ন হল, কোথায় কখন কীভাবে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে বেশি? কোন্ দানটি আল্লাহ তাআলার নিকট সেরা দান হিসেবে বিবেচিত হবে? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ-নিঃসৃত হাদীসেই খুঁজে পাই। কখনো বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে তিনি নিজেই সেরা দানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কখনো কোনো সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন সেরা দান কোন্টি। কয়েকটি হাদীস লক্ষ করুন-

এক. হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ - أَو خَيْرُ الصَّدَقَةِ - عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

সর্বোত্তম সদকা সেটাই, যা নিজের সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। দাতার হাত গ্রহীতার হাতের তুলনায় উত্তম। আর (যখন অর্থব্যয় করবে তখন) তোমার পোষ্য ও অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করবে।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৪

এ হাদীসের প্রথমাংশে সেরা দানের একটি পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে দানের শ্রেষ্ঠত্বের কথা। আর শেষ বাক্যটিতে রয়েছে অর্থব্যয় ও দান-সদকা বিষয়ক একটি বিশেষ নির্দেশনা। বলা হয়েছে-যাদের প্রতিপালনের ভার তোমার ওপর ন্যস্ত, তোমার অর্থব্যয়টা তাদেরকে দিয়েই শুরু করো। তাদের প্রয়োজনটা আগে মেটাও। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে-নিজের প্রতিপাল্য ও অধীনস্ত পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণে যে অর্থ আমরা ব্যয় করি, তাও কি সদকা বলে বিবেচিত হবে? তাতেও কি সওয়াব পাওয়া যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে-

مَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ

তুমি যা কিছুই ব্যয় কর, সেটাই তোমার জন্যে সদকা, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে নলাটি তুমি তুলে দাও সেটাও।

-সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩৫৪

বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ একজন আল্লাহবিশ্বাসী মুমিন ব্যক্তি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই ব্যয় করবে। যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, যে কাজে তাঁর বিধান লঙ্ঘিত হয়, সে কাজে মুমিন কী করে আল্লাহর দেয়া নিআমত ও রিযিক নষ্ট করবে? তাই মুমিন ব্যক্তি তার প্রতিটি অর্থব্যয়ের জন্যেই পুরস্কৃত হবে মহান আল্লাহর দরবারে। হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে-স্ত্রীর জন্যে সে যে খাবারের ব্যবস্থা করেছে, যা তার ওপর আরোপিত এক অপরিহার্য দায়িত্ব, সেটাও তার জন্যে সদকা। আরেকটি হাদীস লক্ষ করুন, এর ভাষ্য আরও পরিষ্কার, আরও আলোছড়ানো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

একটি দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি দাসমুক্তির জন্যে ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি কোনো মিসকীনকে সদকা করেছ, আরেকটি দিনার তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ। এসবের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিদান সেটাতেই পাওয়া যাবে, যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৯৫

আমাদের আলোচ্য হাদীসটিতে সেরা দানের পরিচয়ে বলা হয়েছে-নিজের সচ্ছলতা ঠিক রেখে যে দান করা হয় সেটাই সেরা দান। প্রথম কথা হল, নিজের পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণে যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেটার সওয়াবই সবচেয়ে বেশি। এটাও একপ্রকার সদকা, একপ্রকার দান। এটা যেহেতু শরীয়তের পক্ষ থেকেই আরোপিত এক দায়িত্ব, যা অবহেলা কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, সঙ্গত কারণেই তাতে সওয়াব বেশি হওয়াটাও স্বাভাবিক। আর পরিবার ও অধীনস্তদের বাইরে যখন কাউকে দানের প্রসঙ্গ আসে, তখন ততটুকুই দান করো, যেন তোমার ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে, তোমার অধীনস্তদের ভরণপোষণ ও অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন পূরণে তুমি আবার অপারগ হয়ে বসে না থাক। কোনো অভাবী ব্যক্তির সহায়তায় নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে যদি আবার নিজেই অভাবের শিকার হতে হয়, নিজের এবং পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্য কারও কাছে হাত পাততে হয়, তবে এ দান ও সহযোগিতা শরীয়তের উদার দৃষ্টিতে কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস-একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। এক লোক তখন ডিমের মতো এক টুকরো স্বর্ণ নিয়ে এসে বলল,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! খনি থেকে আমি এটা পেয়েছি। এটি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। আপনি এটি গ্রহণ করুন। এটি সদকা।’

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি তখন ডান দিক দিয়ে এসে একই কথা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এবার সে বাম দিক থেকে এল। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি এরপর পেছন দিক থেকে কথা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার হাত থেকে ওই টুকরোটা নিয়ে তার দিকেই ছুড়ে মারলেন। যদি তার গায়ে লাগত, তবে সে মারাত্মক ব্যথা পেত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

يَأْتِى أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفّ النَّاسَ، خَيْرُ الصّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

তোমাদের কেউ কেউ নিজের মালিকানাধীন সবকিছু নিয়ে এসে বলে-এসব সদকা। এরপর সে মানুষের কাছে হাত পেতে বসে থাকে। সর্বোত্তম সদকা তো সেটাই, যা সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়।

-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৫

দান-সদকা আমাদের পবিত্র ধর্মে অত্যন্ত ফযীলতময় ও মর্যাদাপূর্ণ একটি আমল। কিন্তু এ দানের ক্ষেত্রেও যেন স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘিত না হয়, নিজের এবং পরিবার-পরিজনের বৈধ অপরিহার্য প্রয়োজনাদি মেটানোর দিকটি যেন উপক্ষিত না হয়, ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাও দেয়। কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীনের অমোঘ নির্দেশনা-

وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا

(দান না করে) তুমি তোমার হাতকে গলায় আটকে রেখো না, আবার তা সম্পূর্ণরূপে বিছিয়েও দিয়ো না। অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।

-সূরা ইসরা (১৭) : ২৯

কার্পণ্য করা যাবে না। দান করা থেকে সবসময় হাত গুটিয়ে রাখা যাবে না। কোনো উপলক্ষ যখন আসে, সাধ্যমতো সেখানে দান করতে হবে। পরিমাণে তা কম-বেশি যা-ই হোক। এটা মুমিনের গুণ, মুমিনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাই বলে নিজেকে অভাবের মুখে ঠেলে দিয়ে সবকিছুই দান করে দেয়া-এটাও ইসলামের শিক্ষা নয়। অবশ্য কেউ যদি এতটাই সংযমী ও ধৈর্যশীল হয়, সবকিছু বিলিয়ে দিয়েও নিজের অভাবের কথা, প্রয়োজনের কথা অন্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না, আল্লাহ তাআলার ওপর তার ভরসা যদি এতটাই প্রবল হয় এবং এ নিয়ে তার অধীনস্তদের কোনো প্রকার অনুযোগ না থাকে, তখন সে চাইলে পুরো সম্পদও দান করে দিতে পারে। তাবুকের যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এমনটাই করেছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দান গ্রহণও করেছিলেন। আবার

তিনিই অবস্থার ভিন্নতাকে আমলে নিয়ে কোনো কোনো সাহাবীর পুরো সম্পদ দান হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। দান-সদকার ক্ষেত্রে ভারসাম্যের এ শিক্ষাটি কুরআনে কারীমের আরেকটি স্থানেও আলোচিত হয়েছে। সেখানকার উপস্থাপন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র একটি শব্দে, কিন্তু এতে নিহিত রয়েছে অর্থের ব্যাপকতা। সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন-তারা কোন্ সম্পদ দান করবে? এ প্রশ্নটি উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন-

قُلِ الْعَفْوَ

আপনি বলে দিন, যা (তোমাদের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত। -সূরা বাকারা (২) : ২১৯

কথা সহজ-প্রথমে নিজের এবং নিজের পরিবারস্থ প্রতিপাল্য যারা তাদের হক আদায় করো। এরপর যদি কিছু সম্পদ হাতে থেকে যায়, সেখান থেকে দান করো অভাবী-অসহায়দের, শরীক থাকো কল্যাণকর কাজে। মনে রাখতে হবে-নফল ও ঐচ্ছিক এ দানের জন্যে কিছুতেই ফরয ও অবধারিত হক লঙ্ঘন করা যাবে না। ভারসাম্যের এ পথে যে দান, সেটাই সেরা দান।

**দুই.**

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি প্রশ্ন করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সদকা সবার সেরা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন-

جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

অর্থসম্পদ যার কম, যে অসচ্ছল, কষ্ট করে সে যা দান করে (সেটাই সর্বোত্তম সদকা)। আর তুমি তোমার অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করো। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৯

এ তো স্পষ্ট-একজন ধনী মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর বেশ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত রেখেও চাইলে অনেক টাকা দান করতে পারবে। এতে তাকে কোনো সংকটের মুখে পড়তে হবে না। কিন্তু একজন অসচ্ছল মানুষ, নিজের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানোই যার জন্য কষ্টকর, অল্প পরিমাণে দান করাও তার জন্যে কষ্টকর। নিজের প্রয়োজনই যেখানে মেটে না, সেখানে অন্যের প্রয়োজন মেটানোয় এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি কল্পনা করা সহজ নয়। এর পরও যখন অসচ্ছল কোনো ব্যক্তি দান করে, পরিমাণে তা যত অল্পই হোক, ইখলাস ও আন্তরিকতার মিশেলে তা আল্লাহর দরবারে অনেক অনেক মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

**তিন.**

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সদকায় সবচেয়ে বেশি সওয়াব হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন-

أَن ْتَصَدّق َوَأَنْت َصَحِيح ٌشَحِيح ٌتَخْشَى الْفَقْر َوَتَأْمُل ُالْغِنَى ،وَلا َتُمْهِل ْحَتّى إِذَا بَلَغَت ِالْحُلْقُوم َقُلْت َلِفُلَان ٍكَذَا وَلِفُلَان ٍكَذَا أَلا َوَقَد ْكَان َلِفُلَانٍ

যখন তুমি সুস্থ-সবল, তোমার উপার্জিত সম্পদ তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দিতে চাচ্ছ, অভাবে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তোমার রয়েছে, তুমি সচ্ছলতার স্বপ্নও দেখ-এমন পরিস্থিতিতে তুমি যে দান করবে (সেটাই তোমার জন্যে অধিক প্রতিদান বয়ে আনবে)। (দান-সদকার ক্ষেত্রে) তুমি এতটা বিলম্ব করো না যে, তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল আর তখন তুমি বলতে থাকলে-এটা অমুকের, এটা তমুকের। শোনো, এটা তো তখন অন্যদেরই হয়ে যায়।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩২

অনেকসময় দেখা যায়, মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন সে দান করতে চায়। একইভাবে যখন অসুস্থতা, বার্ধক্য কিংবা অন্য কোনো পরিস্থিতির মুখে পড়ে কেউ নিজের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে, জীবন কিংবা নিজের উপার্জিত সম্পদ উপভোগ করার কোনো আশা আর তার থাকে না, তখনও সে সম্পদ গরীবদের দান করে দিতে চায়। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ নিজের সম্পদ ইচ্ছেমতো দান করতে পারে। কিন্তু যদি মৃত্যুপরবর্তী সময়ের জন্যে ওসিয়ত করে যেতে চায়, তবে তা অবশ্যই রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে। বাকিটা ওয়ারিশদের। এ হাদীসের মূল মর্ম এটাই-দান যা করতে চাও, সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থাতেই করে নাও। মৃত্যু যখন তোমার দুয়ারে কড়া নাড়বে, তখন এটা-ওটা দান করার ওসিয়ত করতে থাকবে-এমনটা করার খুব সুযোগ নেই। মানুষ যতদিন সুস্থ-সবল থাকে, দুনিয়ার রঙিন স্বপ্ন তাকে হাতছানি দিতে থাকে। একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশায় সে বিভোর থাকে। অভাবের মুখে পড়ার আশঙ্কাও মনে উঁকি দেয়। আর শয়তান তো এ ভয় দেখানোতেই লিপ্ত। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা-

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ

শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় আর তোমাদেরকে মন্দ কাজের (কৃপণতার) আদেশ করে।

-সূরা বাকারা (২) : ২৬৮

অভাব ও দরিদ্রতার এ ভয় ও আশঙ্কাকে উপেক্ষা করে, সম্পদের প্রতি স্বভাবজাত লোভ ও কার্পণ্যকে জয় করে যারা সম্পদ দান করতে পারে, সন্দেহ নেই, এজন্যে নিজেদের মনের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করতে হয় অবিরাম। আর কষ্ট যেখানে বেশি, তা যদি সঠিক পন্থায় হয়, কেষ্টও সেখানে বেশি। সওয়াব ও প্রতিদানে সেটাই হবে সেরা।

**চার.**

আরেকটি হাদীস। এখানে অবশ্য সরাসরি সেরা দানের কথা নেই। তবে রয়েছে একটি অনন্য মর্যাদা ও ফযীলতের কথা। রোজ হাশরে যখন সূর্য থাকবে খুব কাছাকাছি, তাপে আর তৃষ্ণায়

মানুষ থাকবে অস্থির, হাদীসের ভাষ্যানুসারে, কঠিন সে মুহূর্তে সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তাআলা নিজ ছায়ায় স্থান দেবেন। তাদের অন্যতম-

رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

এমন ব্যক্তি, যে এতটাই গোপনে দান করে, তার ডান হাতের দান বাম হাতও জানতে পারে না।

-সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪২৩

গোপন দানে ইখলাস, আন্তরিকতা ও সওয়াবের প্রত্যাশা বেশি থাকাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহ তাআলা এ ইখলাসেরই মূল্যায়ন করেন।

অবশ্য গোপন দানের ফযীলতের কথা শুনে প্রকাশ্য দানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআনে গোপন-প্রকাশ্য উভয় দানের কথাই বলা হয়েছে-

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَّكُم

যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং গরীবদের দিয়ে থাক তবে তা আরও উত্তম। -সূরা বাকারা (২) : ২৭১

নিয়ত ও ইখলাসে যদি কোনো ত্রুটি না থাকে, তবে প্রকাশ্য দানে উন্মোচিত হতে পারে কল্যাণের আরেক দুয়ার। কারও দান দেখে যদি কেউ উৎসাহিত হয় আর সে ব্যক্তিও পরে দান করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব যোগ হবে প্রথম ব্যক্তির আমলনামায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস-

مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ

মুসলমানদের মধ্যে কেউ যখন কোনো ভালো কাজের সূচনা করে, এরপর তা অন্যদের আমলে পরিণত হয়, এ আমলকারীরা সকলে মিলে যে সওয়াব পাবে এর সমপরিমাণ সওয়াব সূচনাকারীর জন্যেও লিখে দেয়া হবে, তবে তাদের সওয়াব বিন্দু পরিমাণও কমবে না।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০১৭

এই তো ইসলাম। একটু সচেতন হলেই এখানে রয়েছে আচল ভরে নেয়ার সুযোগ। দান-সদকার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভারসাম্য মেনে চলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নফল দানের আগে ফরয দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবার সীমিত আয়ের অসচ্ছল কেউ যখন কষ্ট করে সামান্যও দান করে, সেটাকে বলা হচ্ছে সেরা দান। বিপদাপদ দূর করার জন্যে দান করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু উৎসাহিত করা হয়েছে সুস্থ কর্মক্ষম স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বেশি পরিমাণে দান করার প্রতি। সে দান প্রকাশ্যে হতে পারে, হতে পারে গোপনেও। দানের এ শিক্ষা যদি ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের জীবন ও সমাজ তবে আলোকিত হবেই।

*(মাসিক আল কাউসার)*

# দানে ধন বাড়ে

জীবনে চলার পথে টাকাপয়সা লাগেই। অর্থসম্পদ টাকাপয়সা মানুষের জীবনের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ অর্থ মানুষ উপার্জন করে, ব্যয় করে এবং সঞ্চয়ও করে। এ উপার্জন-ব্যয়-সঞ্চয়- সবই পার্থিব এ জীবনকে সাজিয়ে তোলার জন্যে, এ জীবনের সুখ ভোগ করার জন্যে। নিজের উপার্জিত সম্পদ দিয়ে মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটায়, মেটায় অধীনস্থ পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনও। কিন্তু সামর্থ্য সকলের সমান থাকে না। কারও কাছে সঞ্চিত হতে থাকে প্রয়োজন-অতিরিক্ত টাকার ভাণ্ডার, কারও হাতে থাকে না দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন পূরণের যৎসামান্য উপকরণ। এ পরিস্থিতিতে মানুষ এগিয়ে আসে মানুষের কল্যাণে। মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। নিজের কষ্টার্জিত অর্থ বিলিয়ে দেয় অন্যদের প্রয়োজনে। দান বা সদকা বলে আমরা সাধারণত একেই বুঝি।

দান করলে ধনসম্পদ কমে, না বাড়ে- বিষয়টি যদি আমরা খোলা চোখে দেখি, তবে এ কথাই বলতে হয়- এতে ধন কমে যায়; নিজের মালিকানাধীন সম্পদের একাংশ চলে যায় আরেকজনের হাতে। কিন্তু যদি আরেকটু গভীরভাবে আমরা লক্ষ করি, সমাজের দানশীলদের প্রতি তাকাই, তখন আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে- দান করে কেউ দরিদ্র হয় না। দান করলে ধন কমে না, বরং বাড়ে। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিকতাবিরোধী। কিন্তু এ স্বাভাবিকতাবিরোধী বিষয়টিই বাস্তব। পবিত্র কুরআন এ বাস্তব, কিন্তু স্বাভাবিকতাবিরোধী বিষয়টির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এ বলে-

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا ۚ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় ও কৃপণতার আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও দয়ার কথা দিচ্ছেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।
-সূরা বাকারা (২) : ২৬৮

আয়াতের মর্মে কোনো অস্পষ্টতা নেই। মানুষ যখন দান করতে চায়, শয়তান তখন তাকে অভাবের ভয় দেখায়। নিজের ভবিষ্যৎ, সন্তানের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নানা বিষয় সামনে তুলে ধরে তাকে দান থেকে বিরত রাখতে চায়। দান করলে নিজের সম্পদ চলে যাবে অন্যের হাতে, এতে সম্পদ যাবে কমে- এসব তো স্বাভাবিক কথা-ই। স্বাভাবিকতার এ ফাঁদ পেতেই শয়তান মানুষকে দানের অবারিত সওয়াব থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ দয়াময় আমাদেরকে শয়তানের এ ফাঁদের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন, এর পাশাপাশি নিজে দয়া করার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন। আল্লাহ যদি কাউকে দয়া করেন, তার আর ভয় কীসের! এ দয়ার প্রতি যার আস্থা অটুট, তার আবার কীসের দরিদ্রতা, কীসের অভাব! আল্লাহ তাআলা

যে দানশীলদের দয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, বিষয়টি এখানেই শেষ নয়; তিনি এরপর ঘোষণা করছেন- আল্লাহ প্রাচুর্যময়। কোনো কিছুর অভাব তাঁর নেই। তিনি সর্বজ্ঞ। জগতের সবই তাঁর জানা। কোনো কিছুই তাঁর অজানা নয়, তাঁর থেকে গোপন নয়। যাকে তিনি চান, তাকে তিনি দেবেন। তাঁর দেয়ার হাত সদা প্রসারিত। তাঁর দেয়া বড়ই অকৃপণ। তাঁর প্রাচুর্যেও কোথাও কোনো ঘাটতি নেই। তাঁর ইলম ও জ্ঞান, তাঁর কুদরত ও ক্ষমতা- সবই অসীম। ফুরিয়ে যাবার ভয় নেই কোনো কিছুতেই। এমন সর্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকারী যিনি, তিনি কথা দিচ্ছেন- নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ কেউ কাউকে দান করলে তাকে তিনি দুটি পুরস্কার দেবেন :

এক. পরকালে তাকে ক্ষমা করবেন।

দুই. দুনিয়াতে তার প্রতি দয়া করবেন। অর্থাৎ তার সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেবেন।

কিয়ামতের ময়দানে যখন মানুষের আমলের হিসাব হবে, তখন কারও হাতেই কোনো টাকাপয়সা থাকবে না। দুনিয়ার আমলই তখন একমাত্র সম্বল। হিসাবনিকাশের পর ভালো আমল যার বেশি হবে, তার খুশির কোনো সীমা থাকবে না। সে অন্যদের ডেকে ডেকে নিজের আমলনামা দেখাবে, পড়তে দেবে। আর যার মন্দ আমলের পাল্লা ভারি হয়ে যাবে, তার অবস্থা হবে ঠিক বিপরীত। নিজের কৃতকর্মের জন্যে আফসোস করা ছাড়া তার আর কিছুই করার থাকবে না। দুনিয়াতে মানুষ যখন শাস্তির মুখে পড়ে, তখন টাকাপয়সা দিয়ে তা থেকে মুক্তির চেষ্টা চালায়। কিন্তু ঐ সময় তো আর টাকাপয়সা থাকবে না কারও। যদি থাকত, তবে গোনাহের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্যে সবই সে তখন দান করে দিত। এমনকি দুনিয়াভর্তি সোনারূপাও যদি তখন কারও হাতে থাকত, দোজখের আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে সবই সে বিলিয়ে দিত। তবুও যদি রেহাই পাওয়া যেত! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সবই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। সূরা ইউনুসের ৫৪ নং আয়াত-

وَ لَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ  وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

(যারা জুলুম করেছে, তাদের প্রত্যেকের কাছেই যদি পৃথিবীর সকল সম্পদও থাকত, তবে তারা তা মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দিত। যখন তারা শাস্তি দেখবে, তখন মনে মনে আফসোস করবে। তাদের মাঝে ন্যায়ের সঙ্গেই বিচার করা হবে। তাদের কাউকেই কোনো জুলুম করা হবে না।)

লক্ষণীয় বিষয় হল, গোনাহের অভিশাপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে পরকালে মানুষ যে সম্পদ মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে, মুক্তিপণ দিতে না পারায় এবং শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি না পাওয়ায় কেবল আফসোস করবে, দুনিয়াতে সে সম্পদ দানেই আল্লাহ তাআলা গোনাহ মাফ করে দেয়ার কথা দিচ্ছেন। বোঝা গেল, সম্পদ দিয়ে শাস্তি থেকে বাঁচা যাবে। দুনিয়াতে

মানুষের শাস্তি থেকে যেমন টাকার বিনিময়ে বাঁচা যায়, তা পরকালেও সম্ভব। তবে কথা হল, পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে টাকা ব্যয় করতে হবে দুনিয়াতে। দুনিয়ার দান পরকালের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

এ তো গেল দানের প্রথম পুরস্কার প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় পুরস্কার- দান যে করবে, আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দেবেন। শুধু পরকালের পুরস্কারই নয়, দুনিয়ার জীবনেও সমৃদ্ধি দেবেন। এটা নগদ পুরস্কার। আল্লাহবিশ্বাসী মুমিন যারা, এ কথা তাদের অস্বীকার করার উপায় নেই। এমন পুরস্কারের ঘোষণা পবিত্র কুরআনে আরও আছে-

قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ وَ یَقْدِرُ لَهٗ وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ وَ هُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ.

তুমি বলো, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন, (যাকে ইচ্ছা) কমিয়ে দেন। আর তোমরা যা কিছুই দান কর, তিনি তার জায়গায় অন্য কিছু দিয়ে দেন। আর তিনিই তো শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

-সূরা সাবা (৩৪) : ৩৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর দিয়েই বলেছেন-

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ.

কোনো দান-সদকাই সম্পদে ঘাটতি সৃষ্টি করে না। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৮

এ তো পুরস্কারের এক দিক। অর্থাৎ কেউ যখন কিছু দান করে, আল্লাহ তাআলা পুরস্কারস্বরূপ তাকে এর বদলে সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেন। তাই দান করলে সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় নেই। মুমিনের বিশ্বাস এমনই।

পুরস্কারের আরেকটি দিক হল, দানসদকা মানুষকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে। দান আল্লাহ তাআলার ক্রোধ দমিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা ইরশাদ করেছেন-

إِنّ الصّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السّوءِ.

নিশ্চয়ই দান আল্লাহর ক্রোধ নিভিয়ে দেয় এবং মন্দ মৃত্যু ঠেকিয়ে দেয়। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৬৪

বান্দা যখন পাপ করে, আল্লাহ তাআলা এতে অসন্তুষ্ট হন। সে অসন্তুষ্টি দূর করার একটি সহজ উপায়- দান। আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি যদি দূর হয়, তিনি যদি সন্তুষ্ট থাকেন, স্বাভাবিক কথা, তখন আমরা নিরাপদে থাকব যাবতীয় বিপদাপদ থেকে, আমাদের জীবন হবে শান্তিময়। অনাকাঙ্ক্ষিত কত বিপদে কত টাকা আমাদের হাত থেকে হারিয়ে যায়! বিপদ কখনো আসে চোর-ডাকাত-ছিনতাইকারীর বেশে। কখনো আসে রোগশোক মামলা-মোকদ্দমা জাতীয় কোনো সংকটের বেশে। বিপদ যেমনই হোক, তাতে টাকাপয়সা যায়-ই। কখনো টাকা হারিয়ে যায়, কখনো কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায়, কখনো আবার আমরা নিজেরাই সংকট থেকে বেরিয়ে

আসার জন্যে টাকা বিলাই। অনাকাঙ্ক্ষিত খাতে স্বেচ্ছায় টাকা খরচ করি। প্রশ্ন হল, এভাবে হাসপাতালে কোর্টকাচারিতে দেয়ার জন্যে কিংবা চোরডাকাতের পকেট ভারি করার জন্যে কি কেউ টাকা উপার্জন করে? এ প্রশ্নের এ উত্তর সর্বজনবিদিত- এ সবই অনাকাঙ্ক্ষিত। এগুলো আমরা চাই না। তবুও নানা সময় এসব ক্ষেত্রে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত সম্পদ চলে যায় কিংবা বিলিয়ে দিতে হয়। দান যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অসন্তোষ দূর করে দিতে পারে, তবে আমরা এমন অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে বেঁচে যেতে পারব- সন্দেহ নেই।

দান করলে আল্লাহ তাআলা ধন বাড়িয়ে দেন- এ বাড়িয়ে দেয়ার এও এক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধি কখনো পরিমাণের দিক থেকে হতে পারে। এটা খোলা চোখে দেখা যায়। কখনো বিষয়টি থাকে প্রচ্ছন্ন, লুকায়িত। অনেক সময় দানকারীও টের পায় না। কিন্তু এর ফল ঠিকই সে ভোগ করে। সম্পদ বৃদ্ধির প্রচ্ছন্ন দিকটি হচ্ছে- উপার্জিত সম্পদে বরকত লাভ। আল্লাহ যদি বরকত দেন, তবে অল্প আয়েও জীবন চলে যাবে পালতোলা নৌকার মতো তরতর করে। যেখানে হোঁচট খাওয়ার কোনো ভয় নেই, পা পিছলে যাওয়ারও নেই কোনো আশঙ্কা। ঘরভর্তি সম্পদ নয়, আমরা আমাদের উপার্জিত সম্পদে এ বরকতটাই চাই।

দানের আরেক পুরস্কার- আল্লাহ তাআলার সাহায্য লাভ। ঘরে-বাইরে আপদে-বিপদে আল্লাহ তাআলার সাহায্যই আমাদের একমাত্র ভরসা। সুখে-দুঃখে সদা-সর্বত্র তিনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। মুমিন-মুসলমান যাদের পরিচয়, তারা আল্লাহকে ছেড়ে আর কারও কাছে সাহায্য চাইতেই পারে না। তিনিই প্রথম আশ্রয়, তিনিই শেষ আশ্রয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, ‘যখন তুমি কিছু চাইব, আল্লাহর কাছে চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে।’ -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬

কথা হল, যে মহান মালিকের সাহায্য চাইতে আমরা আদিষ্ট, সে সাহায্য যদি এমনিতেই পাওয়া যায়, তো আর কী চাই! আর মহাক্ষমতাধর আল্লাহ যখন কাউকে সাহায্য করবেন, তার আর অক্ষম মানুষের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে না- এটা বলাবাহুল্য। প্রয়োজনগ্রস্ত অসহায় কাউকে দান করলে, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে আল্লাহ তাআলাও সহযোগিতাকারীকে সাহায্য করেন। মানুষের দান তো কেবলই দুনিয়ায়। এর প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে সহযোগিতা সে লাভ করবে, তা বিস্তৃত দুনিয়া-আখেরাত সর্বত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ.

বান্দা যতক্ষণ নিজ ভাইয়ের সহযোগিতা করে, ততক্ষণ আল্লাহও তাকে সহযোগিতা করেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হাদীসের বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন- অন্যকে যে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আর দান তো সহযোগিতা-ই। এক মানুষের প্রয়োজনে আরেক মানুষের এগিয়ে আসা। তাই এ সহযোগিতা যে করবে, আল্লাহর বান্দাদের প্রয়োজন যে পূর্ণ করবে, আল্লাহ তাকে সহযোগিতা করবেন। এ সহযোগিতা নানা ধরনের হতে পারে। বান্দা সহযোগিতা করে সীমিত সামর্থ্য দিয়ে, আল্লাহ সাহায্য করেন নিজ শান মোতাবেক অসীম সামর্থ্য দিয়ে। আল্লাহ কখনো বান্দার প্রয়োজন পূরণ করে দিয়ে সাহায্য করেন, কখনো তার বিপদ দূর করে দিয়ে সাহায্য করেন, কখনো তাকে সম্মান দান করে সাহায্য করেন, অর্থসম্পদে বরকত দিয়ে সাহায্য করেন, দুনিয়ার লাঞ্ছনা সরিয়ে দিয়ে সাহায্য করেন। এসব তো আল্লাহ তাআলাই করেন। তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে এর কোনো একটি সম্পাদন করতে পারে? না, আর কেউ নেই। আমাদের বিশ্বাস এমনই।

কথা একটাই- দানে ধন বাড়ে। এ বৃদ্ধি সম্পদের পরিমাণের বিবেচনায়ও হতে পারে, প্রচ্ছন্ন বরকত লাভের মধ্য দিয়েও হতে পারে, বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার মধ্য দিয়েও হতে পারে। আর দুনিয়াতে মানুষ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে দান করে, এ দানের শীতল ছায়া সে লাভ করবে দুনিয়ার পাশাপাশি পরকালেও। এরপর আর ভয় কীসের! শয়তানের পক্ষ থেকে দরিদ্রতা আর অভাবের মিথ্যা আশঙ্কাকে পদদলিত করে মহান প্রতিপালকের আশ্বাসবাণী আমাদের বরণ করতেই হবে। আল্লাহ যে কখনোই কথা দিয়ে কথা ভঙ্গ করেন না! তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা আর সমৃদ্ধি দানের ওয়াদাকে যারা বুকে ধারণ করতে পারবে, আস্থায় ও বিশ্বাসে, তাদের জন্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি বেশ হৃদয়জুড়ানো। তিনি বলেছেন-

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللّهُمّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللّهُمّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

প্রতিদিনই দুজন ফেরেশতা নেমে আসেন। তাদের একজন দোয়া করেন- আল্লাহ! যে দান করে তাকে আপনি আরও দিন। অপরজন দুআ করেন- আল্লাহ! যে ধনসম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখে, তার সম্পদ ধ্বংস করে দিন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৪২

*(মাসিক আল কাউসার)*

# উপসংহার

ইসলামের কিছু অতি সাধারণ ও সুন্দত নিয়ম মেনে চললেই মানুঢ অতি মহৎ গুণ ও চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। ইসলামের এই সকল নির্দেশাবলীর অন্যতম হচ্ছে মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা, ধৈর্য ধারণ করা, ক্ষমা করা, সহনশীলতা, পরোপকারী হওয়া, উদারতা, দয়ালু ও মহৎপ্রাণ হওয়া।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন: মানুষের সাথে সহনশীল হওয়া ইমানের অর্ধেক।আর তাদের সাথে উদারতা হলো জীবনের অর্ধেক।

বর্তমান যুগে অনেক মানুষ এমন আছে, যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করে এবং তা মানুষকে দেখানোর জন্য। মানুষের ভালোবাসা নেওয়ার জন্য। মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর জন্য। মানুষের মাঝে গর্ব অহংকার প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু দান যদি একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হয় তা দ্বারা হয়ত দুনিয়াবি কিছু স্বার্থ হাসিল হতে পারে কিন্তু আখেরাতে এর কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না। হাদিসে কুদসিতে নবী (সাঃ) বলেন, ‘আমি শিরককারীদের শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো আমল করে তাতে আমার সঙ্গে অন্যকে শিরক করবে, তাকে এবং তার শিরকির আমলকে আমি পরিত্যাগ করব।’ (মুসলিম)

সদকা ধনী-গরীবের সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যম। এতে সমাজে সম্পদের প্রবাহ সচল থাকে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে উপকৃত হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল, পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে সদকার সঞ্চয় চূড়ান্ত মুক্তির জন্য বড় ভূমিকা পালন করবে। সেকারণে সকলের সদকার হাত দীর্ঘ হওয়া উচিত। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!